ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০

(১৮৬০-এর ৪৫ নং আইন)

[৬ই অক্টোবর, ১৮৬০]

অধ্যায় ১

ভূমিকা

প্রস্তাবনা—যেহেতু [১][ভারতের] জন্য একটি সাধারণ দণ্ড সংহিতার ব্যবস্থা করা সঙ্গত ; অতএব নিম্নরূপ বিধিবদ্ধ হইল ঃ—

১। **সংহিতার নাম ও উহার প্রয়োগক্ষেত্রের প্রসার**—এই আইন ভারতীয় দণ্ড সংহিতা নামে অভিহিত হইবে এবং ইহা [২][জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত] সমগ্র ভারতে প্রসারিত হইবে।

২। **ভারতের অভ্যন্তরে সংঘটিত অপরাধের দণ্ড**—ভারতের অভ্যন্তরে এই দণ্ড সংহিতার বিধানবিরোধী প্রতিটি কার্য বা অকৃতির জন্য, যে দোষী হইবে এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি এই দণ্ড সংহিতা অনুযায়ী দণ্ডের দায়িতাধীন হইবে, অন্যথা নহে।

৩। **ভারতের বাহিরে সংঘটিত কিন্তু বিধি অনুযায়ী ভারতের অভ্যন্তরে বিচার্য অপরাধের দণ্ড**—ভারতের বাহিরে সংঘটিত কোন অপরাধের জন্য কোন ভারতীয় বিধি অনুযায়ী বিচারিত হইবার দায়িতাধীন কোন ব্যক্তির ভারতের বাহিরে সংঘটিত কোন কার্যের জন্য তাহার সম্পর্কে এই সংহিতার বিধান অনুযায়ী সেই একই প্রণালীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে যেন ঐ কার্য ভারতের অভ্যন্তরেই সংঘটিত হইয়াছিল।

৪। **রাজ্যক্ষেত্র বহির্ভূত অপরাধে সংহিতার প্রসারণ**—এই সংহিতার বিধানসমূহ—

[৩][(১) ভারতের বাহিরে ও সীমান্তপারে কোন ভারতীয় নাগরিকের দ্বারা,

(২) ভারতের রেজিস্ট্রিকৃত কোন জাহাজ বা বিমান, উহা যে স্থানেই থাকুক না কেন, উহাতে কোন ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত কোন অপরাধের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইবে।]

ব্যাখ্যা—এই ধারায় "অপরাধ" শব্দটি ভারতের বাহিরে সংঘটিত এরূপ প্রত্যেক কার্য অন্তর্ভুক্ত করিবে যাহা ভারতে সংঘটিত হইলে এই সংহিতা অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইত।

দৃষ্টান্ত

[৪][ভারতের জনৈক নাগরিক] ক উগাণ্ডায় কোন হত্যা সংঘটিত করে। ভারতের কোনও স্থানে তাহাকে পাওয়া গেলে হত্যার জন্য তাহার বিচার ও তাহাকে দোষসিদ্ধ করা যাইবে।

[৫][৫। **কোন কোন বিধি এই আইনের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইবে না**—এই আইনের কোনকিছুই ভারত সরকারের কৃত্যকে নিয়োজিত আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকের বিদ্রোহ ও পলায়ন দণ্ডিত করিবার কোন আইনের বিধান বা কোন বিশেষ বা স্থানীয় বিধির বিধান ক্ষুণ্ণ করিবে না।]

১। "ব্রিটিশ ভারত" শব্দসমূহ, ক্রমান্বয়ে অভিযোজন আদেশ, ১৯৪৮, অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ এবং ১৯৫১-র ৩ আইন, ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়া উপরি-উক্ত পাঠরূপ পাইয়াছে।

২। ১৯৫১-র ৩ আইন, ৩ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "ভাগ খ রাজ্যসমূহ ব্যতীত"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৩। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, (১) হইতে (৪) প্রকরণের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৪। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, "ভারতে অধিবাসিত কোন ব্রিটিশ নাগরিক"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৫। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, মূল ধারার স্থলে প্রতিস্থাপিত।

অধ্যায় ২

সাধারণ ব্যাখ্যা

৬। **এই সংহিতার সংজ্ঞার্থসমূহ ব্যতিক্রম সাপেক্ষে বুঝিতে হইবে**—এই সংহিতার সর্বত্র অপরাধের প্রত্যেক সংজ্ঞার্থ, প্রত্যেক দণ্ডবিধান এবং ঐরূপ প্রত্যেক সংজ্ঞার্থ বা দণ্ড-বিধানের প্রত্যেক দৃষ্টান্ত "সাধারণ ব্যতিক্রম" শীর্ষক অধ্যায়ের অন্তর্ভূত ব্যতিক্রমসমূহ সাপেক্ষেই বুঝিতে হইবে, যদি ঐ ব্যতিক্রমসমূহ ঐরূপ সংজ্ঞার্থ, দণ্ড-বিধান বা দৃষ্টান্তে পুনরাবৃত্ত নাও হয়।

দৃষ্টান্ত

(ক) এই সংহিতায় অপরাধের সংজ্ঞার্থসমূহ সংবলিত ধারাগুলিতে, সাত বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশু, ঐরূপ অপরাধ সংঘটন করিতে পারে না বলা নাই, কিন্তু সাত বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুর কোন কার্যই অপরাধ হইবে না, এই সাধারণ ব্যতিক্রমের বিধান সাপেক্ষে ঐ সংজ্ঞার্থসমূহ বুঝিতে হইবে।

(খ) য হত্যা করিয়াছে বলিয়া জনৈক পুলিশ আধিকারিক ক বিনা ওয়ারেন্টে য-কে সংরোধ করে। এস্থলে ক অন্যায় পরিরোধ করার অপরাধে দোষী হইবে না, কেননা সে বিধিগতভাবে য-কে সংরোধ করিতে বাধ্য ছিল, এবং সেজন্য ইহা সেই সাধারণ ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় যাহা বিধান দেয় যে, "যে কার্য করিতে কোন ব্যক্তি বিধিগতভাবে বাধ্য সেরূপ কোনও কার্য সে করিলে উহা অপরাধ নহে"।

৭। **একবার ব্যাখ্যাত কথার অর্থ**—এই সংহিতার কোনও অংশে যে কথার যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এরূপ প্রত্যেক কথা সেই ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই এই সংহিতার প্রত্যেক অংশে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৮। **লিঙ্গ**—"সে" এই সর্বনাম এবং ইহা হইতে ব্যুৎপন্ন শব্দসমূহ পুরুষ বা মহিলা যেকোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে।

৯। **বচন**—প্রসঙ্গতঃ বিরুদ্ধার্থক প্রতীয়মান না হইলে, একবচনার্থক শব্দ বহুবচনকে ও বহুবচনার্থক শব্দ একবচনকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

১০। **"পুরুষ", "নারী"**—"পুরুষ" শব্দটি যেকোন বয়সের মানব পুরুষের দ্যোতক হইবে ; "নারী" শব্দটি যেকোন বয়সের মানব মহিলার দ্যোতক হইবে।

১১। **"ব্যক্তি"**—"ব্যক্তি" শব্দটি কোন কোম্পানি বা পরিমেল বা ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করিবে, তাহা নিগমিত হউক বা না হউক।

১২। **"জনসাধারণ"**—"জনসাধারণ" শব্দটি জনসাধারণের যেকোন শ্রেণীকে বা যেকোন সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

১৩। ["রানী"-র সংজ্ঞার্থ] অ. আ. ১৯৫০ দ্বারা নিরসিত।

[১][১৪। **"সরকারী কৃত্যকারী"**—"সরকারী কৃত্যকারী" এই শব্দসমূহ এরূপ যেকোন আধিকারিক বা কৃত্যকারীর দ্যোতক হইবে যে সরকারের প্রাধিকারের বা অধীনে ভারতে কর্মে বহাল, নিযুক্ত বা নিয়োজিত।]

১৫। ["ব্রিটিশ ভারত"-এর সংজ্ঞার্থ] অ. আ. ১৯৩৭ দ্বারা নিরসিত।

১৬। ["ভারত সরকার"-এর সংজ্ঞার্থ] ঐ. নিরসিত।

১৭। **"সরকার"**—"সরকার" শব্দটি কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্যের সরকারের দ্যোতক হইবে।

১৮। **"ভারত"**—"ভারত" বলিতে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের রাজ্যক্ষেত্র বুঝাইবে।

১। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, মূল ধারার স্থলে প্রতিস্থাপিত।

১৯। **"জজ"**—"জজ" শব্দটি কেবল সরকারীভাবে আখ্যাত প্রত্যেক ব্যক্তির নহে, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিরও দ্যোতক হইবে,

যিনি দেওয়ানী বা ফৌজদারী যেকোন বৈধিক কার্যবাহে কোন নিশ্চিতক রায় অথবা যে রায়ের বিরুদ্ধে আপীল না হইলে উহা নিশ্চিতক হইত সেরূপ কোন রায় অথবা যে রায় অপর কোন প্রাধিকারীর দ্বারা বহাল থাকিলে নিশ্চিতক হইত সেরূপ কোন রায় প্রদান করিতে বিধি দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন, অথবা

যিনি সেই ব্যক্তিবর্গের অন্যতম যে ব্যক্তিবর্গ ঐরূপ রায় প্রদান করিতে বিধি দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন।

দৃষ্টান্ত

(ক) ১৮৫৯-এর ১০ আইনের মামলায় ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগরত কালেক্টর একজন জজ।

(খ) কোন আরোপ সম্পর্কে ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগরত যে ম্যাজিস্ট্রেটের সেই আরোপের উপর আপীল সহ বা ব্যতিরেকে, জরিমানা বা কারাবাসের দণ্ডাদেশ দিবার ক্ষমতা থাকে, তিনি একজন জজ।

(গ) মাদ্রাজ সংহিতার ১৮১৬-র রেগুলেশন ৭ অনুযায়ী মোকদ্দমাসমূহের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন পঞ্চায়তের কোন সদস্য একজন জজ।

(ঘ) কোন আরোপ সম্পর্কে ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগরত যে ম্যাজিস্ট্রেটের সেই আরোপের উপর কেবল অন্য কোন আদালতে বিচারের জন্য সোপর্দ করিবার ক্ষমতা থাকে, তিনি একজন জজ নহেন।

২০। **"ন্যায় আদালত"**—"ন্যায় আদালত" শব্দসমূহ যে জজ এককভাবে বিচারিকভাবে কার্য করিতে বিধিদ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন সেরূপ কোন জজের বা যে জজমণ্ডলী মণ্ডলীরূপে বিচারিকভাবে কার্য করিতে বিধিদ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন সেরূপ কোন জজমণ্ডলীর দ্যোতক হইবে, যখন ঐরূপ জজ বা জজমণ্ডলী বিচারের কার্য করিতেছেন।

দৃষ্টান্ত

মাদ্রাজ সংহিতার ১৮১৬-র রেগুলেশন ৭ অনুযায়ী কার্যরত যে পঞ্চায়েত মোকদ্দমাসমূহের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন তাহা একটি ন্যায় আদালত।

২১। **"লোক কৃত্যকারী"**—"লোক কৃত্যকারী" শব্দসমূহ অতঃপর নিম্নলিখিত বর্ণনাসমূহের যেকোনটির আওতাধীন কোন ব্যক্তির দ্যোতক হইবে, যথা ঃ—

[1][* * * *]

দ্বিতীয়—ভারতের সামরিক, নৌ বা বিমান বাহিনীর প্রত্যেক কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার ;

[2][*তৃতীয়*—প্রত্যেক জজ, তৎসহ কোনও ব্যক্তি যিনি হয় স্বয়ং অথবা কোন ব্যক্তিমণ্ডলীর কোন সদস্যরূপে বিচারিক কৃত্য নির্বহন করিবার জন্য বিধিদ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ;]

চতুর্থ—কোন ন্যায় আদালতের প্রত্যেক আধিকারিক [3][(লিকুইডেটের রিসিভার বা কমিশনারসহ)] যাঁহার, ঐরূপ আধিকারিকরূপে কর্তব্য হইল বিধিগত বা তথ্যগত বিষয়ে যেকোন অনুসন্ধান করা বা প্রতিবেদন করা, অথবা কোন দস্তাবেজ প্রস্তুত করা, প্রমাণীকৃত করা বা রক্ষা করা, অথবা কোন সম্পত্তির ভার গ্রহণ করা বা বিলিব্যবস্থা করা, অথবা কোন বিচারিক পরোয়ানা জারি করা, অথবা কোন শপথগ্রহণ করানো, অথবা ভাষান্তরিত করা, অথবা আদালতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা, এবং ঐরূপ কর্তব্যসমূহের যেকোনটি সম্পাদন করিবার জন্য ন্যায় আদালত কর্তৃক বিশেষভাবে প্রাধিকৃত প্রত্যেক ব্যক্তি ;

পঞ্চম—প্রত্যেক জুরি, নির্ধারক বা পঞ্চায়েত-সদস্য যিনি কোন ন্যায় আদালত বা লোক কৃত্যকারীকে সহায়তা করেন ;

ষষ্ঠ—প্রত্যেক সালিস বা অন্য ব্যক্তি যাঁহার নিকট কোন মামলা বা বিষয় কোন ন্যায় আদালত অথবা অন্য কোন ক্ষমতাপন্ন লোক প্রাধিকারী কর্তৃক সিদ্ধান্ত বা প্রতিবেদনের জন্য প্রেরিত হইয়াছে ;

সপ্তম—প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি এরূপ কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকেন যাহার বলে তিনি কোন ব্যক্তিকে পরিরোধ করিতে বা করিয়া রাখিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ;

অষ্টম—সরকারের প্রত্যেক আধিকারিক যাঁহার, ঐরূপ আধিকারিকরূপে, কর্তব্য হইল অপরাধ নিবারণ করা, অপরাধের সংবাদ প্রদান করে অপরাধকারীকে ন্যায়সমীপস্থ করা অথবা জনসাধারণের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা শৌচ সুবিধা রক্ষা করা ;

১। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, প্রথম প্রকরণ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২। ১৯৬৪-র ৪০ আইন, ২ ধারা দ্বারা, পূর্বতন প্রকরণের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

৩। ১৯৬৪-র ৪০ আইন, ২ ধারা দ্বারা, পূর্বতন প্রকরণের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

নবম—প্রত্যেক আধিকারিক যাঁহার, ঐরূপ আধিকারিকরূপে, কর্তব্য হইল সরকারের পক্ষে কোন সম্পত্তি লওয়া, গ্রহণ করা, রক্ষণ করা বা ব্যয় করা, অথবা সরকারের পক্ষে কোন জরিপ, নির্ধার বা সংবিদা করা, অথবা কোন রাজস্ব পরোয়ানা জারি করা, অথবা সরকারের আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের তদন্ত বা প্রতিবেদন করা, অথবা সরকারের আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন দস্তাবেজ প্রস্তুত করা, প্রমাণীকৃত করা, বা রক্ষণ করা, অথবা সরকারের আর্থিক স্বার্থ রক্ষার্থ কোন বিধির লঙ্ঘন নিবারণ করা ;

দশম—প্রত্যেকআধিকারিক যাঁহার, ঐরূপ আধিকারিকরূপে, কর্তব্য হইল কোন গ্রাম, নগর বা জেলার সর্বসাধারণের ধর্মনিরপেক্ষ প্রয়োজনে অভিন্ন উদ্দেশ্যে কোন সম্পত্তি লওয়া, গ্রহণ করা, রক্ষণ করা বা ব্যয় করা, কোন জরিপ বা নির্ধার করা বা কোন অভিকর বা কর উদ্‌গ্রহণ করা, অথবা কোন গ্রাম, নগর বা জেলার জনগণের অধিকারসমূহ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কোন দস্তাবেজ প্রস্তুত করা, প্রমাণীকৃত করা বা রক্ষণ করা ;

একাদশ—প্রত্যেকব্যক্তি যিনি এরূপ কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকেন যাহার বলে তিনি কোন নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত, প্রকাশ, রক্ষণাবেক্ষণ বা পুনরীক্ষণ করিতে অথবা কোন নির্বাচন বা কোন নির্বাচনের অংশবিশেষ পরিচালনা করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ;

[1][*দ্বাদশ*—প্রত্যেক ব্যক্তি—

(ক) যিনি সরকারের কৃত্যকে রত বা সরকারের বেতনভুক অথবা কোন লোক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সরকার হইতে ফি বা কমিশন পারিশ্রমিকরূপে প্রাপ্ত হন ;

(খ) যিনি কোন স্থানীয় প্রাধিকারের অথবা কোন কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক বা রাজ্য আইন দ্বারা বা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত কোন নিগমের অথবা কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-র ৬১৭ (১৯৫৬-র ১) ধারায় যথাপরিভাষিত কোন সরকারী কোম্পানির কৃত্যকে রত বা বেতনভুক।]

দৃষ্টান্ত

পৌর কমিশনার হইলেন একজন লোক কৃত্যকারী।

ব্যাখ্যা ১—উপরি-উক্ত বর্ণনাসমূহের যেকোনটির আওতাধীন ব্যক্তিগণ, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হউন বা না হউন, লোক কৃত্যকারী হইবেন।

ব্যাখ্যা ২—যে স্থলেই "লোক কৃত্যকারী" শব্দসমূহ থাকিবে, সে স্থলেই তদ্দ্বারা এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝাইবে যিনি প্রকৃতপক্ষে লোক কৃত্যকারী পদে আসীন থাকেন, ঐ পদে আসীন থাকিবার তদীয় অধিকারে বিধিগত ত্রুটি যাহাই থাকুক না কেন।

ব্যাখ্যা ৩—"নির্বাচন" শব্দটি এরূপ যেকোন প্রকারের বিধানিক, পৌর বা অন্য লোক প্রাধিকারের সদস্যগণকে বরণ করিবার জন্য উদ্দিষ্ট কোন নির্বাচনের দ্যোতক হইবে যেখানে তাঁহাদের বরণ পদ্ধতি নির্বাচনের দ্বারা হইবে বলিয়া কোন বিধি দ্বারা বা অনুযায়ী বিহিত হয়।

২২। **"অস্থাবর সম্পত্তি"**—"অস্থাবর সম্পত্তি" শব্দসমূহ ভূমি বা ভূ-বদ্ধ বস্তুসমূহ বা ভূ-বদ্ধ কোন কিছুর সহিত স্থায়ীভাবে আবদ্ধ বস্তুসমূহ ব্যতীত, প্রত্যেক বর্ণনার ভৌত সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করে বলিয়া অভিপ্রেত হয়।

২৩। **"অন্যায্য লাভ"**—"অন্যায্য লাভ" হইল বিধিবিরুদ্ধ উপায়ে সেই সম্পত্তি লাভ যে সম্পত্তিতে লাভকারী ব্যক্তি বিধিগতভাবে অধিকারী নহে।

"অন্যায্য ক্ষতি"—"অন্যায্য ক্ষতি" হইল বিধিবিরুদ্ধ উপায়ে সেই সম্পত্তির ক্ষতি যে সম্পত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বিধিগতভাবে অধিকারী থাকে।

অন্যায্যভাবে লাভ করা ঃ অন্যায্যভাবে ক্ষতি হওয়া—কোন ব্যক্তি অন্যায্যভাবে লাভ করে তখনই বলা হইবে যখন ঐরূপ ব্যক্তি অন্যায্যভাবে ধরিয়া রাখে এবং যখন ঐরূপ ব্যক্তি অন্যায্যভাবে অর্জন করে। কোন ব্যক্তি অন্যায্যভাবে ক্ষতি স্বীকার করে তখনই বলা হইবে যখন ঐরূপ ব্যক্তির আয়ত্তের বাহিরে কোন সম্পত্তি অন্যায্যভাবে রাখা হয় এবং ঐরূপ ব্যক্তিকে সম্পত্তি হইতে অন্যায্যভাবে বঞ্চিত করা হয়।

১। ১৯৬৪-র ৪০ আইন, ২ ধারা দ্বারা, পূর্বতন প্রকরণের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২৪। **"অসাধুভাবে"**—যেকেহ এক ব্যক্তির অন্যায্য লাভ বা অপর ব্যক্তির অন্যায্য ক্ষতি ঘটাইবার অভিপ্রায় লইয়া কোন কার্য করে, সে ঐ কার্য "অসাধুভাবে" করে বলা হয়।

২৫। **"প্রতারণাপূর্বক"**—কোন ব্যক্তি কোন কার্য প্রতারণাপূর্বক করে বলা হয় যদি সে ঐ কার্য প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় লইয়া করে, অন্যথা নহে।

২৬। **"বিশ্বাস করিবার কারণ"**—কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন কিছু "বিশ্বাস করিবার কারণ" আছে বলা হয়, যদি তাঁহার পক্ষে উহা বিশ্বাস করিবার পর্যাপ্ত হেতু থাকে, অন্যথা নহে।

২৭। **"স্ত্রী, করণিক বা সেবকের দখলে থাকা সম্পত্তি"**—যখন সম্পত্তি কোন ব্যক্তির পক্ষে ঐ ব্যক্তির স্ত্রী, করণিক বা সেবকের দখলে থাকে, তখন এই সংহিতার অর্থে উহা ঐ ব্যক্তির দখলে থাকে।

ব্যাখ্যা—করণিক বা সেবকরূপে অস্থায়িভাবে বা কোন বিশেষ উপলক্ষে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি এই ধারার অর্থে কোন করণিক বা সেবক।

২৮। **"মেকীকরণ"**—কোন ব্যক্তি "মেকীকরণ" করে বলা হয় যে একটি বস্তুকে অন্য একটি বস্তুর সদৃশ করে এই অভিপ্রায় লইয়া যে সে ঐ সাদৃশ্যের দ্বারা প্রবঞ্চনা করিবে বা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া যে তদ্দ্বারা প্রবঞ্চনা করা হইবে।

ব্যাখ্যা ১—মেকীকরণের জন্য অনুকরণ যে অবিকল হইতে হইবে তাহা অত্যাবশ্যক নহে।

ব্যাখ্যা ২—যখন কোন ব্যক্তি একটি বস্তুকে অন্য একটি বস্তুর সদৃশ করে, এবং সেই সাদৃশ্য এরূপ হয় যে তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তি প্রবঞ্চিত হইয়া থাকিতে পারে, তখন তদ্বিপরীত প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, এই প্রাগ্‌ধারণা করা হইবে যে, যে ব্যক্তি ঐরূপে একটি বস্তুকে অন্য একটি বস্তুর সদৃশ করে সে ঐ সাদৃশ্যের দ্বারা প্রবঞ্চনা করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিল অথবা তদ্দ্বারা প্রবঞ্চনা করা হইবে ইহা সম্ভাব্য বলিয়া জানিত।

২৯। **"দস্তাবেজ"**—"দস্তাবেজ" শব্দটি কোন পদার্থের উপর অক্ষর, সংখ্যা বা চিহ্নের মাধ্যমে অথবা উহাদের একাধিক মাধ্যম দ্বারা ব্যক্ত বা বর্ণিত এরূপ কোন বিষয়ের দ্যোতক যাহা ঐ বিষয়ের সাক্ষ্যরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত বা ব্যবহৃত হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ১—কোন্ মাধ্যমে বা কোন্ পদার্থের উপর ঐ অক্ষর, সংখ্যা বা চিহ্ন গঠিত হয় তাহা, অথবা ঐ সাক্ষ্য ন্যায় আদালতের জন্য অভিপ্রেত কিনা বা তথায় ব্যবহৃত হইতে পারে কিনা তাহা অবান্তর।

দৃষ্টান্ত

যে লেখা কোন সংবিদার শর্তসমূহ ব্যক্ত করে ও ঐ সংবিদার সাক্ষ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহা একটি দস্তাবেজ।

কোন ব্যাঙ্কারের উপর প্রদত্ত চেক একটি দস্তাবেজ।

কোন আমমোক্তারনামা একটি দস্তাবেজ।

সাক্ষ্যরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত বা ব্যবহৃত হইতে পারে এরূপ কোন মানচিত্র বা নক্‌শা একটি দস্তাবেজ।

যে লেখায় নির্দেশ বা অনুদেশ অন্তর্বিষ্ট থাকে তাহা একটি দস্তাবেজ।

ব্যাখ্যা ২—বাণিজ্যিক বা অন্যবিধ প্রথায় যেরূপে ব্যাখ্যাত হয় সেরূপে অক্ষর, সংখ্যা বা চিহ্নের মাধ্যমে যাহা কিছুই ব্যক্ত হউক তাহা, এই ধারার অর্থে, ঐ অক্ষর, সংখ্যা বা চিহ্নের দ্বারা ব্যক্ত হয় বলিয়া গণ্য হইবে, যদিও উহা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্ত না হইতেও পারে।

দৃষ্টান্ত

ক তাহার আদেশে প্রদেয় কোন বিনিময়-পত্রের অপর পৃষ্ঠে নিজ নাম লিখিয়া দিল। বাণিজ্যিক প্রথায় যেরূপে ব্যাখ্যাত হয় সেরূপে ঐ পৃষ্ঠাঙ্কনের অর্থ হইল ঐ পত্র উহার ধারককে প্রদান করিতে হইবে। ঐ পৃষ্ঠাঙ্কন একটি দস্তাবেজ, এবং উহার অর্থ সেই একইভাবে করিতে হইবে যেন "ধারককে প্রদান করা হউক" এই শব্দসমূহ বা ঐ মর্মের শব্দসমূহ ঐ স্বাক্ষরের উপর লিখিত ছিল।

৩০। **"মূল্যবান প্রতিভূতি"**—"মূল্যবান প্রতিভূতি" শব্দসমূহ কোন দস্তাবেজের দ্যোতক যাহা এরূপ দস্তাবেজ হয় বা হইবার জন্য তাৎপর্যিত হয় যাহার দ্বারা কোন বৈধিক অধিকার সৃষ্ট, প্রসারিত, হস্তান্তরিত, সঙ্কুচিত, বিলুপ্ত বা মুক্ত হয়, অথবা যাহার দ্বারা কোন ব্যক্তি স্বীকার করে যে সে বৈধিক দায়িতার অধীন, অথবা কোন বিশেষ বৈধিক অধিকার তাহার নাই।

দৃষ্টান্ত

ক কোন বিনিময়-পত্রের অপর পৃষ্ঠে নিজ নাম লিখিয়া দিল। যেহেতু এই পৃষ্ঠাঙ্কনের কার্যকারিতা হইল ঐ বিনিময়-পত্রের অধিকার এরূপ কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তর করা যে উহার বিধিসম্মত ধারক হইবে, সেইহেতু ঐ পৃষ্ঠাঙ্কন একটি "মূল্যবান প্রতিভূতি"।

৩১। **"কোন উইল"**—"কোন উইল" শব্দসমূহ যেকোন ইচ্ছাপত্রীয় দস্তাবেজের দ্যোতক।

৩২। **কার্য উল্লেখক শব্দ অবৈধ অকৃতিও অন্তর্ভুক্ত করে**—এই সংহিতার প্রত্যেক ভাগে, যেক্ষেত্রে প্রসঙ্গতঃ কোন বিপরীত অভিপ্রায় প্রতীয়মান হয় সেক্ষেত্রে ব্যতীত, যেসকল শব্দ কৃত কার্যসমূহের উল্লেখক, তৎসমূহ অবৈধ অকৃতিসমূহের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়।

৩৩। **"কার্য", "অকৃতি"**—"কার্য" শব্দটি যেরূপ কোন একক কার্যের সেরূপ কোন কার্যমালারও দ্যোতক; "অকৃতি" শব্দটি যেরূপ কোন একক অকৃতির সেরূপ কোন অকৃতিমালারও দ্যোতক।

৩৪। **কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক অভিন্ন অভিপ্রায়ের অগ্রনয়নে কৃত কার্য**—যখন কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক তাহাদের সকলের অভিন্ন অভিপ্রায়ের অগ্রনয়নে কোন আপরাধিক কার্য কৃত হয়, তখন ঐরূপ ব্যক্তিগণের প্রত্যেকে ঐ কার্যের জন্য সেই একইভাবে দায়িতাধীন হয় যেন উহা একা তাহার দ্বারাই কৃত হইয়াছে।

৩৫। **যখন ঐরূপ কোন কার্য আপরাধিক জ্ঞান বা অভিপ্রায় লইয়া কৃত হইবার কারণে আপরাধিক হয়**—যখনই কোন কার্য, যাহা কেবল আপরাধিক জ্ঞান বা অভিপ্রায় লইয়া কৃত হইবার কারণেই আপরাধিক হয় তাহা, কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হয়, তখন ঐরূপ ব্যক্তিগণের মধ্যে যে ঐরূপ জ্ঞান বা অভিপ্রায় লইয়া ঐ কার্যে যোগদান করে সেরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ কার্যের জন্য সেই একইভাবে দায়িতাধীন হয় যেন ঐ কার্য একা তাহার দ্বারাই ঐ জ্ঞান বা অভিপ্রায় লইয়া কৃত হইয়াছে।

৩৬। **অংশতঃ কার্যের দ্বারা এবং অংশতঃ অকৃতির দ্বারা ঘটানো ফল**—যেক্ষেত্রেই কোন কার্যের দ্বারা বা কোন অকৃতির দ্বারা কোন ফল ঘটানো অথবা ঐ ফল ঘটানোর প্রচেষ্টা করা অপরাধ হয়, সেক্ষেত্রে অংশতঃ কোন কার্যের দ্বারা ও অংশতঃ কোন অকৃতির দ্বারা ঐ ফল ঘটানো একই অপরাধ হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

দৃষ্টান্ত

ক অংশতঃ য-কে খাদ্য দিতে অবৈধভাবে অকৃতি করিয়া ও অংশতঃ য-কে প্রহার করিয়া সাভিপ্রায়ে য-এর মৃত্যু ঘটাইল। ক হত্যা সংঘটিত করিয়াছে।

৩৭। **কোন অপরাধগঠনকারী কতিপয় কার্যের কোন একটি করিয়া সহযোগিতা করা**—যখন কতিপয় কার্যের দ্বারা কোন অপরাধ সংগঠিত করা হয়, তখন যেকেহ, এককভাবে বা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত যৌথভাবে, ঐ কার্যাবলীর কোন একটি কার্য করিয়া ঐ অপরাধ সংগঠনে সাভিপ্রায় সহযোগিতা করে, সে ঐ অপরাধ সংগঠিত করে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক ও খ পৃথক পৃথকভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে য-কে অল্প অল্প মাত্রায় বিষ প্রদান করিয়া হত্যা করিবার জন্য একমত হয়। য-কে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে ক ও খ ঐ ঐকমত্য অনুসারে তাহাকে বিষ প্রয়োগ করে। য-কে ঐরূপে কতিপয় মাত্রায় বিষ প্রয়োগের ফলে য মারা যায়। এস্থলে, ক ও খ ঐ হত্যা সংঘটনে সাভিপ্রায়ে সহযোগিতা করে এবং যেহেতু উভয়ের প্রত্যেকে, যে কার্যের দ্বারা মৃত্যু ঘটানো হয়, সেই কার্য করে, সেহেতু তাহাদের কার্য পৃথক পৃথক হইলেও তাহারা উভয়েই ঐ অপরাধে দোষী।

(খ) ক ও খ সংযুক্ত জেলর এবং তদ্রূপে তাঁহারা জনৈক বন্দী য-এর ভার পালাক্রমে একটানা ছয় ঘণ্টার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ক ও খ, য-কে প্রদানের জন্য যে খাদ্য তাঁহাদিগকে সরবরাহ করা হইয়া থাকে তাহা, য-এর মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায়ে, তাঁহাদের প্রত্যেকে নিজের হাজিরা কালে তাহাকে প্রদান করিতে অবৈধভাবে অকৃতি করিয়া ঐ ফল ঘটাইতে জ্ঞানতঃ সহযোগিতা করেন। ক্ষুধায় য-এর মৃত্যু হয়। ক ও খ উভয়েই য-এর হত্যার জন্য দোষী।

(গ) ক, জনৈক জেলর, জনৈক বন্দী য-এর ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ক য-এর মৃত্যু, ঘটাইবার অভিপ্রায়ে য-কে খাদ্য সরবরাহ করিতে অবৈধভাবে অকৃতি করিলেন, যাহার পরিণামে য-এর শক্তি যথেষ্ট হ্রাস পাইল, কিন্তু, এই অনাহার তাহার মৃত্যু, ঘটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। ক-কে পদচ্যুত করা হয় এবং খ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। খ, ক-এর সহিত কোন প্রকার যোগসাজস বা সহযোগিতা ব্যতিরেকে, য-কে খাদ্য সরবরাহ করিতে অবৈধভাবে অকৃতি করিলেন ইহা জানিয়াই যে তদ্দ্বারা তাঁহার পক্ষে য-এর মৃত্যু ঘটানো সম্ভাব্য। ক্ষুধায় য-এর মৃত্যু হয়। খ হত্যার জন্য দোষী ; কিন্তু যেহেতু, ক খ-এর সহিত সহযোগিতা করেন নাই সেহেতু, ক হত্যা সংঘটিত করিতে কেবল প্রচেষ্টার জন্য দোষী।

৩৮। **আপরাধিক কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে দোষী হইতে পারে**—যেক্ষেত্রে কতিপয় ব্যক্তি কোন আপরাধিক কার্য সংঘটনে লিপ্ত বা সংশ্লিষ্ট থাকে, সেক্ষেত্রে তাহারা ঐ কার্যের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে দোষী হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

ক এমন গুরুতর উৎক্ষোভনজনক পরিস্থিতিতে য-কে আক্রমণ করে যে তৎকর্তৃক য-এর নিধন কেবল এরূপ দোষাবহ নরহত্যা হয় যাহা হত্যার পর্যায়ভুক্ত নহে। খ, য-এর প্রতি অসুয়াবশতঃ ও তাহাকে নিধন করিবার অভিপ্রায়ে, এবং ঐ উৎক্ষোভনের বশবর্তী না হইয়াই, ক-কে য-এর নিধনে সহায়তা করে। এস্থলে, যদিও ক ও খ উভয়েই য-এর মৃত্যু ঘটানোতে লিপ্ত থাকে, খ হত্যার জন্য দোষী এবং ক কেবল দোষাবহ নরহত্যার জন্য দোষী।

৩৯। **"স্বেচ্ছাকৃতভাবে"**—কোন ব্যক্তি কোন ফল "স্বেচ্ছাকৃতভাবে" ঘটায় তখনই বলা হয় যখন সে উহা এরূপ উপায়সমূহের দ্বারা ঘটায় যদ্দ্বারা সে উহা ঘটাইতে অভিপ্রায় করিয়াছিল, অথবা এরূপ উপায়সমূহের দ্বারা ঘটায় যদ্দ্বারা, ঐ উপায়সমূহের প্রয়োগকালে, উহা ঘটানো সম্ভাব্য বলিয়া সে জানিতে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল।

দৃষ্টান্ত

ক দস্যুতার সুবিধা করিবার উদ্দেশ্যে কোন বড় নগরের কোন বাসিন্দাসমেত বাড়িতে রাত্রিকালে অগ্নিসংযোগ করে এবং এইভাবে একজন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়। এস্থলে, ক মৃত্যু ঘটাইবার অভিপ্রায় না করিয়া থাকিতে পারে, এবং তাহার কার্যের দ্বারা মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া দুঃখিতও হইতে পারে ঃ তথাপি, যদি সে জানিত যে মৃত্যু ঘটানো তাহার পক্ষে সম্ভাব্য ছিল, তাহা হইলে, সে স্বেচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ঘটাইয়াছে।

৪০। **"অপরাধ"**—এই ধারার ২ ও ৩ প্রকরণে বর্ণিত অধ্যায়সমূহে ও ধারাসমূহে ব্যতীত, "অপরাধ" শব্দটি এই সংহিতা দ্বারা দণ্ডনীয় করা হইয়াছে এরূপ কোন কিছুর দ্যোতক।

অধ্যায় ৪, অধ্যায় ৫ক এবং নিম্নলিখিত ধারাসমূহে, যথা, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭১, ১০৯, ১১০, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১৮৭, ১৯৪, ১৯৫, ২০৩, ২১১, ২১৩, ২১৪, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৮৮, ৩৮৯ ও ৪৪৫ ধারাসমূহে, "অপরাধ" শব্দটি এই সংহিতা অনুযায়ী অথবা অতঃপর অত্র যথা পরিভাষিত কোন বিশেষ বা স্থানীয় বিধি অনুযায়ী দণ্ডনীয় কোন কিছুর দ্যোতক।

এবং ১৪১, ১৭৬, ১৭৭, ২০১, ২০২, ২১২, ২১৬ ও ৪৪১ ধারাসমূহে, "অপরাধ" শব্দটির অর্থ একই থাকে যখন বিশেষ বা স্থানীয় বিধি দ্বারা দণ্ডনীয় ঐরূপ কোন কিছু ঐ বিধি অনুযায়ী ছয় মাস বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাবাসে, জরিমানা সহই হউক বা ব্যতিরেকেই হউক, দণ্ডনীয় হয়।

৪১। **"বিশেষ বিধি"**—কোন "বিশেষ বিধি" হইল কোন বিশিষ্ট বিষয়ের প্রতি প্রযোজ্য কোন বিধি।

৪২। **"স্থানীয় বিধি"**—কোন "স্থানীয় বিধি" হইল ভারতের কেবল কোন বিশিষ্ট ভাবে প্রযোজ্য কোন বিধি।

৪৩। **"অবৈধ", "করিতে বৈধভাবে বাধ্য"**—"অবৈধ" শব্দটি এরূপ যে-কোন কিছুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাহা অপরাধ বা যাহা বিধি দ্বারা প্রতিষিদ্ধ, অথবা যাহা কোন দেওয়ানী অভিযোগের হেতু সৃষ্টি করে ; এবং কোন ব্যক্তি এরূপ কোন কিছু "করিতে বিধিগতভাবে বাধ্য" বলা হয়, যাহা করিতে অকৃতি করা তাহার পক্ষে অবৈধ হয়।

৪৪। **"হানি"**—"হানি" শব্দটি কোন ব্যক্তির শরীর, মন, খ্যাতি বা সম্পত্তিতে অবৈধভাবে ঘটানো যে-কোন প্রকার অপহানির দ্যোতক।

৪৫। **"জীবন"**—"জীবন" শব্দটি, প্রসঙ্গতঃ, বিপরীত প্রতীয়মান না হইলে, কোন মানুষের জীবনের দ্যোতক।

৪৬। **"মৃত্যু"**—"মৃত্যু" শব্দটি, প্রসঙ্গতঃ, বিপরীত প্রতীয়মান না হইলে, কোন মানুষের মৃত্যুর দ্যোতক।

৪৭। **"প্রাণী"**—"প্রাণী" শব্দটি মানুষ ব্যতীত যে-কোন জীবের দ্যোতক।

৪৮। **"জলযান"**—"জলযান" শব্দটি জলপথে মানুষ বা সম্পত্তি বহনের জন্য নির্মিত যে-কোন বস্তুর দ্যোতক।

৪৯। **"বৎসর", "মাস"**—যেক্ষেত্রেই "বৎসর" শব্দ বা "মাস" শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেক্ষেত্রে ঐ বৎসর বা মাস ব্রিটিশ ক্যালেণ্ডার অনুসারে গণনা করিতে হইবে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৫০। **"ধারা"**—"ধারা" শব্দটি এই সংহিতার কোন অধ্যায়ের সেই সকল অংশের কোনটির দ্যোতক যেগুলি পূর্বযোজিত সংখ্যাঙ্ক দ্বারা পৃথগীকৃত থাকে।

৫১। **"শপথ"**—"শপথ" শব্দটি শপথের স্থলে বিধি দ্বারা প্রতিস্থাপিত সত্যনিষ্ঠ প্রতিজ্ঞাকে এবং কোন লোক কৃত্যকারীর সমক্ষে করিতে হইবে বলিয়া অথবা, ন্যায়-আদালতে হউক বা না হউক, প্রমাণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া বিধি দ্বারা অনুজ্ঞাত বা প্রাধিকৃত যে-কোন ঘোষণাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

৫২। **"সরল বিশ্বাস"**—কোন কিছুই "সরল বিশ্বাস"-এ করা বা বিশ্বাস করা হয় বলা যায় না যাহা যথোচিত যত্ন ও মনোযোগ ব্যতিরেকে করা বা বিশ্বাস করা হইয়া থাকে।

৫২ক। **"আশ্রয়"**—১৫৭ ধারায়, এবং ১৩০ ধারায় যেক্ষেত্রে আশ্রয় প্রাপ্ত ব্যক্তির স্ত্রী বা স্বামী কর্তৃক আশ্রয় প্রদত্ত হয় সেক্ষেত্রে ব্যতীত, "আশ্রয়" শব্দটি কোন ব্যক্তিকে, তাহার সংরোধন এড়াইবার জন্য, বাসস্থান, খাদ্য, পানীয়, অর্থ, পরিধান, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ বা বাহন যোগান দেওয়াকে অথবা কোন ব্যক্তিকে, এই ধারায় যেরূপ উপায়সমূহ ক্রমবর্ণিত সেরূপ প্রকারেরই হউক বা না হউক, যে-কোন উপায়ে সহায়তা করাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

অধ্যায় ৩

দণ্ড বিষয়ে

৫৩। **দণ্ড**—অপরাধকারী এই সংহিতার বিধানাবলি অনুযায়ী যে দণ্ডসমূহের দায়িতাধীন হয় সেগুলি হইল—

প্রথমত—মৃত্যু;

[1][*দ্বিতীয়ত*—যাবজ্জীবন কারাবাস;]

তৃতীয়ত—১৯৪৯-এর ১৭ আইন দ্বারা নিরসিত;

চতুর্থত—কারাবাস, যাহা দুই প্রকারের হয়, যথা ঃ—

(১) সশ্রম, অর্থাৎ, কঠোর শ্রমযুক্ত;

(২) অশ্রম;

পঞ্চমত—সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি;

ষষ্ঠত—জরিমানা।

[2][৫৩ক। **নির্বাসনের উল্লেখের অর্থান্বয়ন**—(১) (২) উপধারা ও (৩) উপধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে অথবা ঐরূপ কোন বিধির বা কোন নিরসিত অধিনিয়মের বলে কার্যকারিতাপ্রাপ্ত কোন সাধনপত্র বা আদেশে "যাবজ্জীবন নির্বাসন"-এর কোন উল্লেখ "যাবজ্জীবন কারাবাস"-এর উল্লেখরূপে অর্থান্বয়িত হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোন মেয়াদের জন্য নির্বাসনের দণ্ডাদেশ ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা (সংশোধন) আইন, ১৯৫৫-র (১৯৫৫-র ২৬) প্রারম্ভের পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে সেরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে অপরাধকারী সম্পর্কে সেই একই প্রণালীতে ব্যবস্থা গৃহীত হইবে যেন সে ঐ একই মেয়াদের জন্য সশ্রম কারাবাসে দণ্ডাদিষ্ট হইয়াছিল।

(৩) তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে কোন মেয়াদের জন্য নির্বাসনের বা কোনও স্বল্পতর মেয়াদের জন্য নির্বাসনের (উহা যে নামেই অভিহিত হউক) কোনও উল্লেখ বাদ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

(৪) তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে "নির্বাসন"-এর কোন উল্লেখ—

(ক) যদি কথাটি যাবজ্জীবন নির্বাসন বুঝায়, তাহা হইলে, যাবজ্জীবন কারাবাসের উল্লেখরূপে অর্থান্বয়িত হইবে ঃ

(খ) যদি কথাটি কোন স্বল্পতর মেয়াদের জন্য নির্বাসন বুঝায়, তাহা হইলে, বাদ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।]

৫৪। **মৃত্যুর দণ্ডাদেশ লঘুকরণ**—যেক্ষেত্রে মৃত্যুর দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইয়া গিয়া থাকে সেরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে, যথাযোগ্য সরকার, অপরাধকারীর সম্মতি ব্যতিরেকে, এই দণ্ড সংহিতা দ্বারা ব্যবস্থিত অন্য কোন দণ্ডে লঘুকৃত করিতে পারিবেন।

৫৫। **যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ডাদেশ লঘুকরণ**—যেক্ষেত্রে যাবজ্জীবন [3][কারাবাসের] দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইয়া গিয়া থাকে সেরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে, যথাযোগ্য সরকার, অপরাধকারীর সম্মতি ব্যতিরেকে, ঐ দণ্ড চৌদ্দ বৎসরের অনধিক মেয়াদের জন্য দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে লঘুকৃত করিতে পারিবেন।

৫৫ক। **"যথাযোগ্য সরকার"-এর সংজ্ঞার্থ**—৫৪ ও ৫৫ ধারায় "যথাযোগ্য সরকার" কথাটি বলিতে,—

(ক) যেসকল ক্ষেত্রে দণ্ডাদেশ মৃত্যুর দণ্ডাদেশ হয় বা সংঘের নির্বাহিক ক্ষমতা যে বিষয়ের প্রতি প্রসারিত তৎসংশ্লিষ্ট কোন বিধির বিরুদ্ধ কোন অপরাধের জন্য হয়, সেসকল ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বুঝায়; এবং

১। ১৯৫৫-র ২৬ আইন, ১১৭ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "দ্বিতীয়ত নির্বাসন"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত (১.১.১৯৫৬ হইতে কার্যকারিতাক্রমে)।

২। ১৯৫৫-র ২৬ আইন, ১১৭ ধারা ও তফসিল দ্বারা, সন্নিবেশিত (১.১.১৯৫৬ হইতে কার্যকারিতাক্রমে)।

৩। ১৯৫৫-র ২৬ আইন, ১১৭ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "নির্বাসন"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত (১.১.১৯৫৬ হইতে কার্যকারিতাক্রমে)।

(খ) যেসকল ক্ষেত্রে দণ্ডাদেশ (মৃত্যুর হউক বা না হউক) রাজ্যের নির্বাহিক ক্ষমতা যে বিষয়ের প্রতি প্রসারিত তৎসংশ্লিষ্ট কোন বিধির বিরুদ্ধ কোন অপরাধের জন্য হয়, সেসকল ক্ষেত্রে সেই রাজ্যের সরকার বুঝায় যাহার অভ্যন্তরে অপরাধকারী দণ্ডাদিষ্ট হয়।

৫৬। [ইউরোপীয় ও মার্কিনীদের ক্ষেত্রে শ্রমযুক্ত কারাদণ্ডাদেশ। দশ বৎসরের অধিক মেয়াদের জন্য, কিন্তু যাবজ্জীবনের জন্য নহে, এরূপ দণ্ডাদেশ সম্পর্কিত অনুবিধি।] ফৌজদারী বিধি (প্রজাতি-বিভেদ দূরীকরণ) আইন, ১৯৪৯ (১৯৪৯-এর ১৭) দ্বারা (৬-৪-১৯৪৯ হইতে) নিরসিত।

৫৭। **দণ্ডের মেয়াদের ভগ্নাংশ**—দণ্ডের মেয়াদের ভগ্নাংশ অনুগণনাকালে, যাবজ্জীবন কারাবাসকে কুড়ি বৎসরের জন্য কারাবাসের সমতুল রূপে গণনা করিতে হইবে।

৫৮। [নির্বাসনে দণ্ডাদিষ্ট অপরাধকারিগণকে নির্বাসিত না করা পর্যন্ত তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়।] ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা (সংশোধন) আইন, ১৯৫৫ (১৯৫৫-র ২৬), ১১৭ ধারা ও তফসিল দ্বারা (১-১-১৯৫৬ হইতে) নিরসিত।

৫৯। [কারাবাসের পরিবর্তে নির্বাসন।] ঐ, ১১৭ ধারা ও তফসিল দ্বারা (১-১-১৯৫৬ হইতে) নিরসিত।

৬০। **দণ্ডাদেশ (কারাবাসের কতিপয় ক্ষেত্রে) সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ সশ্রম বা অশ্রম হইতে পারে**—যেক্ষেত্রে কোন অপরাধকারী এরূপ কারাবাসে দণ্ডনীয় হয় যাহা দুই প্রকারের যে-কোন এক প্রকার হইতে পারে সেরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে আদালত ঐরূপ অপরাধকারীকে দণ্ডাদিষ্ট করেন সেই আদালত ঐ দণ্ডাদেশে এই নির্দেশ দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন যে ঐরূপ কারাবাস সম্পূর্ণতঃ সশ্রম হইবে, অথবা ঐরূপ কারাবাস সম্পূর্ণতঃ অশ্রম হইবে, অথবা ঐরূপ কারাবাসের কোন অংশ সশ্রম হইবে ও অবশিষ্টাংশ অশ্রম হইবে।

৬১। [সম্পত্তির বাজেয়াপ্তির দণ্ডাদেশ।] ভারতীয় দণ্ড সংহিতা (সংশোধন) আইন, ১৯২১ (১৯২১-এর ১৬), ৪ ধারা দ্বারা নিরসিত।

৬২। [মৃত্যুদণ্ডে, নির্বাসনে বা কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধকারিগণ সম্পর্কে, সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি।] ঐ, ৪ ধারা দ্বারা নিরসিত।

৬৩। **জরিমানার অর্থপরিমাণ**—যেক্ষেত্রে জরিমানা কোন্ অর্থাঙ্ক পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে তাহা ব্যক্ত না থাকে, সেক্ষেত্রে যে অর্থপরিমাণ পর্যন্ত জরিমানার জন্য অপরাধকারী দায়িতাধীন তাহা অপরিসীমিত, কিন্তু তাহা অত্যধিক হইবে না।

৬৪। **জরিমানা অ-প্রদানের জন্য কারাবাসের দণ্ডাদেশ**—কারাবাস তথা জরিমানায় দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সম্পর্কিত প্রত্যেক ক্ষেত্রে যেখানে অপরাধকারী, কারাবাসসহ হউক বা ব্যতিরেকেই হউক, কোন জরিমানায় দণ্ডাদিষ্ট হয়,

এবং কারাবাসে বা জরিমানায় অথবা কেবল জরিমানায় দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সম্পর্কিত প্রত্যেক ক্ষেত্রে, যেখানে অপরাধকারী জরিমানায় দণ্ডাদিষ্ট হয়,

যে আদালত ঐরূপ অপরাধকারীকে দণ্ডাদিষ্ট করেন সেই আদালত দণ্ডাদেশ দ্বারা এই নির্দেশ দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন যে জরিমানা প্রদানের ব্যত্যয়ে অপরাধকারীকে এরূপ মেয়াদের জন্য কারাবাস ভোগ করিতে হইবে যে কারাবাস, অন্য যে কারাবাসে সে দণ্ডাদিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে বা কোন দণ্ডাদেশ লঘুকরণ ক্রমে সে অন্য যে কারাবাসের দায়িতাধীন হইতে পারে, তাহার অতিরিক্ত হইবে।

৬৫। **জরিমানা অ-প্রদানের জন্য কারাবাসের পরিসীমা যখন কারাবাস ও জরিমানা বিনির্ণয়যোগ্য**—আদালত অপরাধকারীকে জরিমানা প্রদানের ব্যত্যয়ে যে মেয়াদের জন্য কারাবাসে থাকিবার নির্দেশ দেন তাহা ঐ অপরাধের জন্য কারাবাসের সর্বাধিক যে মেয়াদ ধার্য থাকে তাহার এক-চতুর্থাংশের অধিক হইবে না, যদি ঐ অপরাধ কারাবাস তথা জরিমানায় দণ্ডনীয় হয়।

৬৬। **জরিমানা অ-প্রদানের জন্য কারাবাসের প্রকার**—যে কারাবাস আদালত কোন জরিমানা প্রদানের ব্যত্যয়ে আরোপণ করেন তাহা এরূপ যে-কোন প্রকারের কারাবাস হইতে পারে যে প্রকারের কারাবাসে অপরাধকারী ঐ অপরাধের জন্য দণ্ডাদিষ্ট হইতে পারিত।

৬৭। **জরিমানা অ-প্রদানের জন্য কারাবাস, যখন অপরাধ কেবল জরিমানায় দণ্ডনীয়**—যদি অপরাধ কেবল জরিমানায় দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে, যে কারাবাস আদালত ঐ জরিমানা প্রদানের ব্যত্যয়ে আরোপণ করেন তাহা অশ্রম হইবে এবং যে মেয়াদের জন্য আদালত অপরাধকারীকে জরিমানা প্রদানের ব্যত্যয়ে কারাবাসে থাকিবার নির্দেশ দেন তাহা অতঃপর লিখিত ক্রমের অধিক হইবে না, অর্থাৎ যেক্ষেত্রে জরিমানার অর্থপরিমাণ পঞ্চাশ টাকার অধিক হইবে না সেক্ষেত্রে দুই মাসের অনধিক কোন মেয়াদের জন্য, যেক্ষেত্রে ঐ অর্থপরিমাণ একশ টাকার অধিক হইবে না সেক্ষেত্রে চার মাসের অনধিক কোন মেয়াদের জন্য এবং অন্য কোন ক্ষেত্রে ছয় মাসের অনধিক কোন মেয়াদের জন্য।

৬৮। **জরিমানা প্রদানে কারাবাসের অবসান হইবে**—যে কারাবাস জরিমানা প্রদানের ব্যত্যয়ে আরোপিত হয় তাহা তখনই অবসিত হইবে যখন ঐ জরিমানা হয় প্রদত্ত হইবে অথবা বিধির প্রক্রিয়া দ্বারা উদ্‌গৃহীত হইবে।

৬৯। **জরিমানার আনুপাতিক অংশ প্রদানে কারাবাসের অবসান**—যদি, জরিমানা প্রদানের ব্যত্যয়ে ধার্য কারাবাসের মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে, জরিমানার এরূপ কোন অনুপাত প্রদত্ত বা উদ্‌গৃহীত হয় যে, জরিমানা প্রদানের ব্যত্যয়ে যে মেয়াদের কারাবাস ভোগ করা হইয়াছে তাহা জরিমানার তখনও পর্যন্ত অপ্রদত্ত অংশের অনুপাতে কম নহে, তাহা হইলে, ঐ কারাবাসের অবসান হইবে।

দৃষ্টান্ত

ক একশত টাকার জরিমানায় এবং তাহা প্রদানের ব্যত্যয়ে চার মাসের কারাবাসে দণ্ডাদিষ্ট হয়। এস্থলে, যদি জরিমানার পঁচাত্তর টাকা কারাবাসের একমাস অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে প্রদত্ত বা উদ্‌গৃহীত হয়, তাহা হইলে, ক-কে প্রথম মাস অতিক্রান্ত হওয়া মাত্রই মুক্তি দেওয়া হইবে। যদি পঁচাত্তর টাকা প্রথম মাস অতিক্রান্ত হইবার সময়ে অথবা ক কারাবাসে থাকাকালীন পরবর্তী কোন সময়ে প্রদত্ত বা উদ্‌গৃহীত হয়, তাহা হইলে, ক-কে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হইবে। যদি জরিমানার পঞ্চাশ টাকা কারাবাসের দুইমাস অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে প্রদত্ত বা উদ্‌গৃহীত হয়, তাহা হইলে, ক-কে দুই মাস সম্পূর্ণ হওয়া মাত্রই মুক্তি দেওয়া হইবে। যদি পঞ্চাশ টাকা ঐ দুইমাস অতিক্রান্ত হইবার সময়ে অথবা কারাবাসে থাকাকালীন পরবর্তী কোন সময়ে প্রদত্ত বা উদ্‌গৃহীত হয়, তাহা হইলে, ক-কে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হইবে।

৭০। **জরিমানা ছয় বৎসরের মধ্যে বা কারাবাসকালে উদ্‌গ্রহণযোগ্য হইবে। মৃত্যুতে সম্পত্তির দায়িতা হইতে বিমুক্ত হয় না**—জরিমানা, অথবা উহার যে অংশ অপ্রদত্ত থাকে তাহা, দণ্ডাদেশ প্রদানের ছয় বৎসরের মধ্যে যেকোন সময়ে এবং যদি দণ্ডাদেশ অনুযায়ী অপরাধকারী ছয় বৎসর অপেক্ষা অধিকতর সময়সীমার জন্য কারাবাসের দায়িতাধীন হয়, তাহা হইলে, ঐ সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পূর্ববর্তী যে-কোন সময়ে উদ্‌গ্রহণ করা যাইবে ; এবং অপরাধকারীর মৃত্যুতে এরূপ কোন সম্পত্তি দায়িতা হইতে বিমুক্ত হয় না যাহা তাহার মৃত্যুর পর তাহার ঋণের জন্য বৈধভাবে দায়িতাধীন থাকিত।

৭১। **কতিপয় অপরাধের সমন্বয়ে গঠিত অপরাধের জন্য দণ্ডের পরিসীমা**—যেক্ষেত্রে কোন কিছু, যাহা একটি অপরাধ, এরূপ অংশসমূহ সমন্বিত হয় যাহাদের যে-কোনটিও স্বয়ং অপরাধ, সেক্ষেত্রে অপরাধকারী তদীয় ঐরূপ অপরাধসমূহের মধ্যে একাধিক অপরাধের দণ্ডে দণ্ডিত হইবে না, যদি না সেরূপ স্পষ্টতঃ ব্যবস্থিত থাকে।

যেক্ষেত্রে কোন কিছু এরূপ কোন অপরাধ হয় যাহা, তৎসময়ে বলবৎ যে বিধি দ্বারা অপরাধসমূহ পরিভাষিত বা দণ্ডিত হয়, সেরূপ কোন বিধির দুই বা ততোধিক পৃথক পৃথক সংজ্ঞার্থের আওতার মধ্যে পড়ে, অথবা

যেক্ষেত্রে কতিপয় কার্য যেগুলির মধ্যে স্বয়ং একটি বা স্বয়ং একাধিক কোন অপরাধ গঠন করিবে সেগুলি, সমন্বিত হইলে, অন্য একটি অপরাধ গঠন করে,

সেক্ষেত্রে অপরাধকারীকে যে আদালত তাহার বিচার করেন সেই আদালত ঐরূপ অপরাধসমূহের কোন একটির জন্য যেরূপ দণ্ড প্রধান করিতে পারিতেন, তদপেক্ষা কঠোরতর দণ্ডে দণ্ডিত করা চলিবে না।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক য-কে একটি লাঠি দ্বারা পঞ্চাশটি ঘা দেয়। এস্থলে ক ঐ সামগ্রিক প্রহার দ্বারা, এবং যেসকল আঘাত লইয়া ঐ সামগ্রিক প্রহার সংগঠিত হয় সেগুলির প্রত্যেকটির দ্বারাও, য-কে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করিবার অপরাধ করিয়া থাকিতে পারে। যদি ক প্রত্যেক আঘাতের জন্য দণ্ডনীয় হইত, তাহা হইলে, প্রতিটি আঘাতের জন্য এক বৎসর, এরূপে ধরিয়া তাহাকে পঞ্চাশ বৎসরের জন্য কারাবাস দণ্ড দেওয়া যাইত। কিন্তু সে ঐ সামগ্রিক প্রহারের জন্য কেবল একটিই দণ্ডের দায়িতাধীন হইবে।

(খ) কিন্তু যদি, যখন ক য-কে প্রহার করিতে থাকে তখন, ম হস্তক্ষেপ করে এবং ক সাভিপ্রায়ে ম-কে ঘা দেয়, তাহা হইলে, এস্থলে, ম-কে যে আঘাত করা হইয়াছে তাহা যেহেতু ক যে কার্য দ্বারা য-কে স্বেচ্ছায় আঘাত করে তাহার কোন অংশ নহে, সেইহেতু ক, য-কে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করিবার জন্য একটি দণ্ডের, এবং ম-কে আঘাত করিবার জন্য আর একটি দণ্ডের দায়িতাধীন হইবে।

৭২। **কতিপয় অপরাধের মধ্যে কোন একটির জন্য দোষী ব্যক্তির দণ্ড, যেক্ষেত্রে রায়ে ইহা বিবৃত হয় যে কোন্‌টির জন্য সে দোষী তাহাতে সংশয় আছে**—যেসকল মামলায় এই রায় প্রদত্ত হয় যে, কোন ব্যক্তি রায়ে বিনির্দিষ্ট কতিপয় অপরাধের মধ্যে কোন একটির জন্য দোষী, কিন্তু ঐ অপরাধসমূহের মধ্যে কোন্‌টির জন্য সে দোষী তাহাতে সংশয় আছে, সেই সকল মামলায় ঐ অপরাধকারী যে অপরাধের জন্য সর্বাপেক্ষা কম দণ্ডের ব্যবস্থা থাকে, সেই অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইবে, যদি সব অপরাধের জন্য একই দণ্ডের ব্যবস্থা না থাকে।

৭৩। **নিঃসঙ্গ পরিরোধ**—যখনই কোন ব্যক্তি এরূপ কোন অপরাধে দোষসিদ্ধ হয় যাহার জন্য এই সংহিতা অনুযায়ী আদালতের তাহাকে সশ্রম কারাবাসের দণ্ডাদেশ প্রদান করিবার ক্ষমতা থাকে, তখন আদালত, তদীয় দণ্ডাদেশ দ্বারা, এই আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে অপরাধকারী যে কারাবাসে দণ্ডাদিষ্ট হয় তাহার, সর্বমোট তিন মাসের অনধিক, কোন অংশ বা অংশসমূহের জন্য তাহাকে নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে নিঃসঙ্গ পরিরোধে রাখিতে হইবে, অর্থাৎ—

এক মাসের অনধিক কোন সময়, যদি কারাবাসের মেয়াদ ছয় মাসের অধিক না হয় ;

দুই মাসের অনধিক কোন সময়, যদি কারাবাসের মেয়াদ ছয় মাসের অধিক কিন্তু এক বৎসরের অধিক না হয় ;

তিন মাসের অনধিক কোন সময়, যদি কারাবাসের মেয়াদ এক বৎসরের অধিক হয় ।

৭৪। **নিঃসঙ্গ পরিরোধের পরিসীমা**—নিঃসঙ্গ পরিরোধের দণ্ডাদেশ নিষ্পাদনে, ঐরূপ পরিরোধ কোন ক্ষেত্রেই এককালীন চৌদ্দ দিনের অধিক হইবে না, তৎসহিত, নিঃসঙ্গ পরিরোধের সময়সীমাসমূহের মধ্যে, ঐরূপ সময়সীমাসমূহ অপেক্ষা কম হইবে না এরূপ কালব্যাপী বিরতি থাকিবে ; এবং যখন বিনির্ণয়-প্রদত্ত কারাবাস তিন মাসের অধিক হইবে, তখন নিঃসঙ্গ পরিরোধ বিনির্ণয়-প্রদত্ত সমগ্র কারাবাসের কোন এক মাসেই সাত দিনের অধিক হইবে না, তৎসহিত, নিঃসঙ্গ পরিরোধের সময়সীমাসমূহের মধ্যে, ঐরূপ সময়সীমাসমূহ অপেক্ষা কম হইবে না এরূপ কালব্যাপী বিরতি থাকিবে।

৭৫। **পূর্ববর্তী দোষসিদ্ধির পর অধ্যায় ১২ বা অধ্যায় ১৭-র অধীন কতিপয় অপরাধের জন্য বর্ধিত দণ্ড—** যেকেহ—

(ক) ভারতস্থ কোন আদালত কর্তৃক, এই সংহিতার অধ্যায় ১২ বা অধ্যায় ১৭ অনুযায়ী তিন বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন এক প্রকারের কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে,

(খ) [১৯৫১-র ৩ আইন দ্বারা নিরসিত]

দোষসিদ্ধ হইবার পর, ঐ দুই অধ্যায়ের মধ্যে যে-কোন অধ্যায় অনুযায়ী একই মেয়াদের ও একই প্রকার কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে দোষী হয়, সে পরবর্তী ঐরূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন এক প্রকার কারাবাসের অধীন হইবে।

অধ্যায় ৪

সাধারণ ব্যতিক্রম

৭৬। **বিধি দ্বারা আবদ্ধ, অথবা তথ্যগত ভুলবশতঃ নিজেকে বিধি দ্বারা আবদ্ধ বলিয়া বিশ্বাসকারী, কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কার্য—**কোন কিছুই অপরাধ নহে যাহা এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হয় যে উহা করিতে বিধি দ্বারা আবদ্ধ হয় বা বিধিগত কোনও ভুলের কারণে নহে তথ্যগত কোন ভুলের কারণে নিজেকে আবদ্ধ বলিয়া সরল বিশ্বাসে বিশ্বাস করে।

দৃষ্টান্ত

(ক) জনৈক সৈনিক ক, বিধির আজ্ঞানুসারে, তাঁহার উর্ধ্বতন আধিকারিকের আদেশক্রমে, উচ্ছৃঙ্খল জনতার উপর গুলি বর্ষণ করেন। ক কোন অপরাধ সংঘটিত করেন নাই।

(খ) ক, কোন ন্যায় আদালতের একজন আধিকারিক, ঐ আদালত কর্তৃক ম-কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া, এবং যথাযথ অনুসন্ধানের পর, য-কে ম বলিয়া বিশ্বাস করিয়া, য-কে গ্রেপ্তার করেন। ক কোন অপরাধ সংঘটিত করেন নাই।

৭৭। **বিচারিকভাবে কার্য করা কালে জজের কার্য—**কোন কিছুই অপরাধ নহে যাহা বিচারিকভাবে কার্য করা কালে কোন জজ কর্তৃক এরূপ যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে কৃত হয় যে ক্ষমতা তাঁহাকে, বিধি দ্বারা, প্রদত্ত হয় বা প্রদত্ত বলিয়া তিনি সরল বিশ্বাসে বিশ্বাস করেন।

৭৮। **আদালতের রায় বা আদেশ অনুসরণক্রমে কৃত কার্য—**কোন কিছুই যাহা কোন ন্যায় আদালতের রায় বা আদেশ অনুসরণক্রমে কৃত হয় অথবা তদীয় রায় বা আদেশ দ্বারা অধিদিষ্ট হয় তাহা, ঐরূপ রায় বা আদেশ প্রদান করিবার পক্ষে ঐ আদালতের ক্ষেত্রাধিকার না থাকিতে পারা সত্ত্বেও, ঐরূপ রায় বা আদেশ বলবৎ থাকাকালে কৃত হইলে অপরাধ নহে, অবশ্য যে ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে ঐ কার্য করে সে যদি বিশ্বাস করে যে ঐ আদালতের ঐরূপ ক্ষেত্রাধিকার ছিল।

৭৯। **বিধি দ্বারা বা তথ্যগত ভুলবশতঃ নিজেকে বিধি দ্বারা সমর্থিত বলিয়া বিশ্বাসকারী কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কোন কার্য—**কোন কিছুই অপরাধ নহে যাহা এরূপ কোনও ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হয় যে উহা করিতে বিধি দ্বারা সমর্থিত হয় বা বিধিগত কোন ভুলের কারণে নহে তথ্যগত কোন ভুলের কারণে সরল বিশ্বাসে নিজেকে বিধি দ্বারা সমর্থিত বলিয়া বিশ্বাস করে।

দৃষ্টান্ত

ক য-কে এরূপ কিছু সংঘটিত করিতে দেখে যাহা ক-এর নিকট হত্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ক, সরল বিশ্বাসে প্রযুক্ত তাহার সর্বাধিক বিচারবুদ্ধি অনুসারে, ঐরূপ ঘটনায় হত্যাকারিগণকে সংরোধের জন্য সকল ব্যক্তিকে বিধি যে ক্ষমতা দিয়াছে সেই ক্ষমতা প্রয়োগে য-কে যথাযথ প্রাধিকারীর সমক্ষে আনয়নের উদ্দেশ্যে য-কে পাকড়াও করে। ক কোন অপরাধ করে নাই, যদিও এরূপ হইতে পারে যে আত্মরক্ষার জন্যই য ঐ কার্য করিয়াছিল।

৮০। **বিধিসম্মত কার্য করিতে গিয়া দুর্ঘটনা**—কোন কিছুই অপরাধ নহে যাহা কোন বিধিসম্মত কার্য বিধিসম্মত প্রণালীতে বিধিসম্মত উপায়ে এবং যথাযথ যত্ন ও সাবধানতা সহকারে করিতে গিয়া দুর্ঘটনা বা দুর্ভাগ্যবশতঃ এবং কোন আপরাধিক অভিপ্রায় বা জ্ঞান ব্যতিরেকে কৃত হয়।

দৃষ্টান্ত

ক, একটি কুড়াল লইয়া কাজ করিতেছে; কুড়ালের মাথাটি ছিটকাইয়া যায় এবং তাহাতে নিকটে দণ্ডায়মান একজন লোক নিহত হয়। এস্থলে, ক-এর পক্ষে যদি যথাযথ সাবধানতার অভাব না থাকে, তাহা হইলে, তাহার এই কার্য ক্ষমার্হ এবং কোন অপরাধ নহে।

৮১। **কার্য, যাহাতে অপহানি ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য, কিন্তু যাহা আপরাধিক অভিপ্রায় ব্যতিরেকে এবং অন্য অপহানি নিবারণার্থ করা হয়**—কোন কিছুই কেবল এই কারণেই অপরাধ নহে যে তদ্দ্বারা অপহানি ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য জানিয়া উহা করা হইয়াছে, যদি উহা অপহানি ঘটানোর অভিপ্রায় ব্যতিরেকে এবং ব্যক্তির বা সম্পত্তির অন্য অপহানি নিবারণের বা এড়াইবার উদ্দেশ্যে সরল বিশ্বাসে করা হয়।

ব্যাখ্যা—ঐরূপ ক্ষেত্রে ইহা একটি তথ্যগত প্রশ্ন যে, যে অপহানি নিবারিত করিতে বা এড়াইতে হইত তাহা এরূপ প্রকৃতির ও এত আসন্ন ছিল কিনা যাহাতে ঐ কার্য, উহাতে অপহানি ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য ছিল এই জ্ঞানে করিবার ঝুঁকিকে ন্যায্য বলা বা ক্ষমা করা যায়।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, একটি বাষ্পীয় জলযানের অধ্যক্ষ, আকস্মিকভাবে ও তাঁহার দিক হইতে কোন ত্রুটি বা অবহেলা ব্যতিরেকেই, দেখিলেন যে তিনি এরূপ এক অবস্থায় পড়িয়াছেন যে তিনি, জলযানটি থামাইতে সমর্থ হইবার পূর্বেই, কুড়ি বা ত্রিশজন যাত্রী সমেত কোন নৌকা খ-কে অনিবার্যভাবে ধাক্কা দিয়া ডুবাইয়া দিবেন যদি না তিনি তাঁহার জলযানটির গতিপথ পরিবর্তন করেন, এবং তাহার গতিপথ পরিবর্তন করিয়া, কেবল দুইজন যাত্রীসমেত কোন নৌকা গ-কে ধাক্কা দিয়া ডুবাইয়া দিবার ঝুঁকি তাঁহাকে লইতেই হইবে, যাহা তিনি সম্ভবতঃ কাটাইয়া যাইতে পারেন। এস্থলে, যদি ক নৌকা গ-কে ধাক্কা দিয়া ডুবাইয়া দিবার অভিপ্রায় ব্যতিরেকেই এবং সরল বিশ্বাসে নৌকা খ-এর যাত্রিগণের বিপদ এড়াইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার গতিপথ পরিবর্তন করেন, তাহা হইলে, তিনি কোন অপরাধে দোষী নহেন, যদিও তিনি এরূপ কোন কার্য করিয়া নৌকা গ-কে ধাক্কা দিয়া ডুবাইয়া দিতে পারেন যে কার্যের দ্বারা ঐরূপ ফল ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য ছিল বলিয়া তিনি জানিতেন, যদি তথ্যগতভাবে ইহা দেখা যায় যে বিপদ এড়াইবার অভিপ্রায়ে করিয়াছিলেন তাহা এরূপ ছিল যাহাতে নৌকা গ-কে ধাক্কা দিয়া ডুবাইয়া দিবার ঝুঁকি লইবার জন্য তাঁহাকে ক্ষমা করা যায়।

(খ) ক, একটি বিরাট অগ্নিকাণ্ডে, উহার বিস্তার হইতে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড নিবারিত করিবার জন্য গৃহসমূহ ভাঙিয়া ফেলে। সে সরল বিশ্বাসে মানুষের জীবন বা সম্পত্তি রক্ষার অভিপ্রায়ে ইহা করে। এস্থলে, যদি ইহা দেখা যায় যে, যে অপহানি নিবারণ করিতে হইত তাহা এরূপ প্রকৃতির ও এতখানি আসন্ন ছিল যাহাতে ক-এর ঐ কার্য ক্ষমা করা যায়, তাহা হইলে, ক ঐ অপরাধে দোষী নহে।

৮২। **সাত বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুর কার্য**—কোন কিছুই অপরাধ নহে যাহা সাত বৎসরের নিম্নবয়স্ক কোন শিশু কর্তৃক কৃত হয়।

৮৩। **সাত বৎসরের অধিক কিন্তু বার বৎসরের অনধিক বয়সের অপরিপক্ক বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন শিশুর কার্য**—কোন কিছুই অপরাধ নহে যাহা সাত বৎসরের অধিক কিন্তু বার বৎসরের অনধিক বয়সের এরূপ কোন শিশু কর্তৃক কৃত হয় যে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তাহার আচরণের প্রকৃতি ও পরিণাম সম্পর্কে বিচার করিবার বুদ্ধিবৃত্তির পর্যাপ্ত পরিপক্কতা লাভ করে নাই।

৮৪। **অসুস্থমনা ব্যক্তির কার্য**—কোন কিছুই অপরাধ নহে যাহা এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হয় যে, উহা করিবার সময়ে, মানসিক অসুস্থতার কারণে, ঐ কার্যের প্রকৃতি বা সে যাহা করিতেছে উহা যে অন্যায় বা বিধির বিপরীত তাহা জ্ঞাত হইতে অসমর্থ।

৮৫। **স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটিত মত্ততার কারণে বিচার করিতে অসমর্থ ব্যক্তির কার্য**—কোন কিছুই অপরাধ নহে যাহা এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হয় যে, উহা করিবার সময়ে, মত্ততার কারণে, ঐ কার্যের প্রকৃতি বা সে যাহা করিতেছে উহা যে অন্যায় বা বিধির বিপরীত তাহা জ্ঞাত হইতে অসমর্থ; তবে, যে বস্তুতে তাহার মত্ততা ঘটিয়াছিল তাহা তাহার অজ্ঞাতে বা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার উপর প্রযুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে।

৮৬। **যে অপরাধে কোন বিশিষ্ট অভিপ্রায় বা জ্ঞান থাকা আবশ্যক তাহা যেক্ষেত্রে মত্ততাগ্রস্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত**—যেসকল ক্ষেত্রে বিশিষ্ট জ্ঞান বা অভিপ্রায় লইয়া কৃত না হইলে কৃত কোন কার্য অপরাধ নহে, সেসকল ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি মত্ততাগ্রস্ত অবস্থায় ঐ কার্য করে সে এইভাবে তদ্বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গৃহীত হইবার দায়িতাধীন হইবে যেন তাহার সেই একই জ্ঞান ছিল যাহা সে মত্ততাগ্রস্ত না হইলে থাকিত, যদি না, যে বস্তুতে তাহার মত্ততা ঘটিয়াছিল, তাহা তাহার অজ্ঞাতে বা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার উপর প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

৮৭। **যে কার্যের দ্বারা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটানো অভিপ্রেত নহে বা সম্ভাব্য বলিয়া জ্ঞাত নহে তাহা যেক্ষেত্রে সম্মতিক্রমে কৃত**—কোন কিছুই, যাহার দ্বারা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটানো অভিপ্রেত নহে এবং যাহার দ্বারা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটানো সম্ভাব্য বলিয়া কৃতকারী জ্ঞাত নহে তাহা, এরূপ কোন অপহানির কারণেই অপরাধ নহে যাহা আঠার বৎসরের উর্ধ্ব বয়স্ক যে ব্যক্তি ঐরূপ অপহানি অবসহন করিবার জন্য ব্যক্ত বা বিবক্ষিত যেরূপেই হউক সম্মতি প্রদান করিয়াছে তাহার ক্ষেত্রে ঘটিত হইতে পারে বা ঘটানো কৃতকারী কর্তৃক অভিপ্রেত হইতে পারে; অথবা এরূপ কোন অপহানির কারণে যাহা উহার দ্বারা যে ব্যক্তি ঐ অপহানীর ঝুঁকি গ্রহণে সম্মত হইয়াছে তাহার ক্ষেত্রে, ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য বলিয়া কৃতকারী জ্ঞাত থাকিতে পারে।

দৃষ্টান্ত

ক এবং য প্রমোদের উদ্দেশ্যে পরস্পর অসিক্রীড়া করিতে একমত হয়। এই ঐক্যমতে ইহাই বিবক্ষিত হয় যে ঐরূপ অসিক্রীড়াকালে ক্রীড়ার নিয়মভঙ্গ না করিয়া যে অপহানি ঘটিত হইতে পারে তাহা প্রত্যেকে অবসহন করিতে সম্মত; এবং যদি ক, যথানিয়ম ক্রীড়া করিতে করিতে য-কে আঘাত করে, তাহা হইলে, ক কোন অপরাধ সংঘটিত করে না।

৮৮। **যে কর্মের দ্বারা মৃত্যু ঘটানো অভিপ্রেত নহে, তাহা যেক্ষেত্রে ব্যক্তির হিতার্থে সম্মতিক্রমে, সরল বিশ্বাসে কৃত**—কোন কিছুই, যাহার দ্বারা মৃত্যু ঘটানো অভিপ্রেত নহে তাহা, এরূপ কোন অপহানির কারণে অপরাধ নহে যাহা তদ্দ্বারা সেরূপ কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটিত হইতে পারে বা ঘটিত হওয়া কৃতকারী কর্তৃক অভিপ্রেত হইতে পারে বা ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য বলিয়া কৃতকারী জ্ঞাত থাকিতে পারে, যাহার হিতার্থে সরল বিশ্বাসে উহা কৃত হয়, এবং যে ঐরূপ অপহানি অবসহন করিবার, ব্যক্ত বা বিবক্ষিত যেরূপই হউক, সম্মতি দিয়াছে বা ঐ অপহানির ঝুঁকি লইতে সম্মত হইয়াছে।

দৃষ্টান্ত

ক, একজন শল্য-চিকিৎসক, একটি বিশেষ অস্ত্রোপচারে য-এর, যে যন্ত্রণাদায়ক কোন ব্যাধিতে কাতর তাহার, মৃত্যু ঘটানো সম্ভাব্য জানিয়া, কিন্তু য-এর মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায় না করিয়া, এবং সরল বিশ্বাসে য-এর হিতের অভিপ্রায়ে, য-এর সম্মতিক্রমে য-এর উপর ঐ অস্ত্রোপচার করিলেন। ক কোন অপরাধ সংঘটিত করেন নাই।

৮৯। **শিশু বা উন্মাদ ব্যক্তির হিতার্থে, অভিভাবক কর্তৃক বা তদীয় সম্মতিক্রমে, সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য**—কোন কিছুই, যাহা বার বৎসরের নিম্নবয়স্ক বা অসুস্থমনা কোন ব্যক্তির হিতার্থে অভিভাবক কর্তৃক বা ঐ ব্যক্তির বিধিসম্মত ভারপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তি কর্তৃক অথবা তদীয় ব্যক্ত বা বিবক্ষিত সম্মতিক্রমে সরল বিশ্বাসে কৃত হয় তাহা এরূপ কোন অপহানির কারণে অপরাধ নহে যাহা ঐরূপ ব্যক্তির প্রতি তদ্দ্বারা ঘটিত হইতে পারে অথবা ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য বলিয়া কৃতকারী জ্ঞাত থাকিতে পারে ঃ

অনুবিধি—তবে—

প্রথমতঃ—এই ব্যতিক্রম সাভিপ্রায়ে মৃত্যু ঘটাইবার বা মৃত্যু ঘটাইতে প্রচেষ্টা করিবার ক্ষেত্রে প্রসারিত হইবে না;

দ্বিতীয়তঃ—এই ব্যতিক্রমে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত নিবারণ করা অথবা কোন গুরুতর রোগ বা অশক্ততা নিরাময় করা ভিন্ন অন্য কোনও উদ্দেশ্যে এরূপ কোন কিছু করার ক্ষেত্রে প্রসারিত হইবে না যাহার দ্বারা মৃত্যু ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য বলিয়া কৃতকারী ব্যক্তি জানে;

তৃতীয়তঃ—এই ব্যক্তিক্রম গুরুতর আঘাত স্বেচ্ছাকৃতভাবে ঘটানোর ক্ষেত্রে অথবা গুরুতর আঘাত ঘটাইতে প্রচেষ্টা করিবার ক্ষেত্রে প্রসারিত হইবে না, যদি না উহা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত নিবারণ করিবার অথবা কোন গুরুতর রোগ বা অশক্ততা নিরাময় করিবার উদ্দেশ্য কৃত হয়;

চতুর্থতঃ—এই ব্যতিক্রম এরূপ কোনও অপরাধের অপসহায়তার ক্ষেত্রে প্রসারিত হইবে না, যে অপরাধ সংঘটিত করিবার ক্ষেত্রে উহা প্রসারিত হইত না।

দৃষ্টান্ত

ক, সরল বিশ্বাসে, তাহার শিশুর হিতার্থে তাহার শিশুর সম্মতি ব্যতিরেকে, একজন শল্য-চিকিৎসক দ্বারা তাহার শিশুর পাথুরী কাটাইয়াছে, ঐ অস্ত্রোপচারে শিশুর মৃত্যু ঘটিবে ইহা সম্ভাব্য জানিয়া, কিন্তু শিশুর মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায় লইয়া নহে। শিশুর নিরাময়ই ক-এর উদ্দেশ্য ছিল, অতএব সে এই ব্যতিক্রমের অন্তর্গত।

৯০। **সম্মতি যাহা ভয় বা ভ্রান্তধারণাবশতঃ প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাত**—কোন সম্মতি এই সংহিতার কোন ধারা দ্বারা যেরূপ অভিপ্রেত সেরূপ সম্মতি নহে, যদি ঐ সম্মতি কোন ব্যক্তি কর্তৃক হানির ভয়বশতঃ বা তথ্যগত কোন ভ্রান্তধারণাবশতঃ প্রদত্ত হয় এবং যদি ঐ কার্যকারী ব্যক্তি ইহা জানে, বা তাহার ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, যে ঐ সম্মতি ঐরূপ ভয় বা ভ্রান্তধারণার বলে প্রদত্ত হইয়াছিল; অথবা

উন্মাদ ব্যক্তির সম্মতি—যদি ঐ সম্মতি এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হয় যে, যে বিষয়ে সে তদীয় সম্মতি প্রদান করে, তাহার প্রকৃতি ও পরিণাম বুঝিতে সে মানসিক অসুস্থতা বা মত্ততার কারণে অসমর্থ; অথবা

শিশুর সম্মতি—প্রসঙ্গতঃ বিপরীতার্থক প্রতীয়মান না হইলে, যদি ঐরূপ সম্মতি এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হয় যে বার বৎসরের নিম্নবয়স্ক।

৯১। **যে কার্যসমূহ ঘটিত অপহানির উপর নির্ভরশীল না হইয়া স্বতঃই অপরাধ হয় তৎসমূহের বর্জন**—৮৭, ৮৮ ও ৮৯ ধারার ব্যতিক্রমসমূহ সেই কার্যসমূহের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয় না যে কার্যসমূহ এরূপ কোন অপহানির উপর নির্ভরশীল না হইয়াই অপরাধ হয় যে অপহানি, সেই ব্যক্তি যে সম্মতি প্রদান করে বা যাহার পক্ষে সম্মতি প্রদত্ত হয়, তাহার প্রতি উহাদের দ্বারা ঘটিত হইতে পারে বা ঘটিত হওয়া অভিপ্রেত হইতে পারে বা ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য বলিয়া জ্ঞাত থাকিতে পারে।

দৃষ্টান্ত

গর্ভপাত ঘটানো (স্ত্রীলোকের জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে সরল বিশ্বাসে ঘটানো না হইলে) এরূপ কোন অপহানির উপর নির্ভরশীল না হইয়াই অপরাধ হয়, যে অপহানি ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি উহার দ্বারা ঘটিত হইতে পারে বা ঘটিত হওয়া অভিপ্রেত হইতে পারে। অতএব, উহা "এরূপ অপহানির কারণেই" অপরাধ হয় না এবং ঐরূপ গর্ভপাত ঘটানোতে ঐ স্ত্রীলোকের বা তাহার অভিভাবকের সম্মতি ঐ কার্যকে ন্যায়ানুমত করে না।

৯২। **সম্মতি বিনা কোন ব্যক্তির হিতার্থে সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য**—কোন কিছুই, যাহা কোন ব্যক্তির হিতার্থে সরল বিশ্বাসে, এমন কি ঐ ব্যক্তির সম্মতি বিনাই, কৃত হয়, তাহা এরূপ কোন অপহানির কারণে অপরাধ নহে যাহা উহার দ্বারা ঐরূপ ব্যক্তির প্রতি ঘটিত হইতে পারে, যদি পরিস্থিতি এরূপ হয় যে ঐ ব্যক্তির পক্ষে সম্মতি প্রকাশ করা অসম্ভব, অথবা যদি ঐ ব্যক্তি সম্মতি প্রদানে অসমর্থ হয়, এবং তাহার কোন অভিভাবক বা বিধিসম্মত ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি না থাকে যাহার নিকট হইতে, ঐ কার্য হিতকরভাবে কৃত হইবার জন্য, যথাসময়ে সম্মতি পাওয়া সম্ভব হয় ঃ

অনুবিধি—তবে—

প্রথমতঃ—এই ব্যতিক্রম সাভিপ্রায়ে মৃত্যু ঘটাইবার অথবা মৃত্যু ঘটাইতে প্রচেষ্টা করিবার ক্ষেত্রে প্রসারিত হইবে না;

দ্বিতীয়তঃ—এই ব্যতিক্রম, মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত নিবারণ করা অথবা গুরুতর রোগ বা অশক্ততা নিরাময় করা ভিন্ন অন্য কোনও উদ্দেশ্যে এরূপ কোন কিছু করার ক্ষেত্রে প্রসারিত হইবে না যাহার দ্বারা মৃত্যু ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য বলিয়া কৃতকারী ব্যক্তি জানে;

তৃতীয়তঃ—এই ব্যক্তিক্রম মৃত্যু বা আঘাত নিবারণ করা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে, স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটাইবার ক্ষেত্রে, অথবা আঘাত ঘটাইবার প্রচেষ্টা করিবার ক্ষেত্রে, প্রসারিত হইবে না;

চতুর্থতঃ—এই ব্যতিক্রম এরূপ কোনও অপরাধের অপসহায়তার ক্ষেত্রে প্রসারিত হইবে না, যে অপরাধ সংঘটিত করিবার ক্ষেত্রে উহা প্রসারিত হইত না।

দৃষ্টান্ত

(ক) য নিজ ঘোড়া হইতে নিক্ষিপ্ত হইল ও অচৈতন্য হইয়া পড়িল। ক, একজন শল্য-চিকিৎসক, দেখিলেন যে য-এর মাথায় অস্ত্রোপচার করা আবশ্যক। ক, য-এর মৃত্যুর অভিপ্রায়ে নহে, বরং সরল বিশ্বাসে, য-এর হিতার্থে য-এর নিজের বিচার-শক্তি ফিরিয়া আসিবার পূর্বে তাহার মাথায় অস্ত্রোপচার করিলেন। ক কোনও অপরাধ সংঘটিত করেন নাই।

(খ) য-কে, বাঘে লইয়া যাইতেছে। গুলিতে য-এর নিহত হওয়া সম্ভাব্য জানিয়া, কিন্তু য-কে নিহত করিবার অভিপ্রায়ে নহে, বরং সরল বিশ্বাসে, য-এর হিতের অভিপ্রায়ে ক ঐ বাঘের দিকে গুলি করিল। ক-এর গুলি য-কে প্রাণনাশকভাবে জখম করিল। ক কোনও অপরাধ সংঘটিত করে নাই।

(গ) ক, একজন শল্য-চিকিৎসক, একটি শিশুর এমন এক দুর্ঘটনা হইয়াছে দেখিলেন যাহা অভিলম্বে কোন অস্ত্রোপচার সম্পাদন করা না হইলে মারাত্মক হইয়া পড়া সম্ভাব্য। এমন সময়ও নাই যে শিশুটির অভিভাবকের নিকট আবেদন করা যাইতে পারে। ক, শিশুটির কাকুতিমিনতি সত্ত্বেও, সরল বিশ্বাসে শিশুটির হিতের অভিপ্রায়ে, অস্ত্রোপচার সম্পাদন করিলেন। ক কোনও অপরাধ সংঘটিত করেন নাই।

(ঘ) ক, একটি শিশু য-এর সহিত, এমন একটি গৃহে রহিয়াছে যাহাতে আগুন লাগিয়াছে। নীচে লোকজন একটি কম্বল ধরিয়া রাখিয়াছে। ক শিশুটিকে গৃহশীর্ষ হইতে ফেলিয়া দিল, ঐ পতনে শিশুটির নিহত হওয়া সম্ভাব্য জানিয়া, কিন্তু শিশুটিকে নিহত করিবার অভিপ্রায় নহে, বরং সরল বিশ্বাসে এই অভিপ্রায়ে যে শিশুটির হিত হইবে। এস্থলে, ঐ পতনের ফলে শিশুটি নিহত হইলেও, ক কোন অপরাধ সংঘটিত করে নাই।

ব্যাখ্যা—৮৮, ৮৯ ও ৯২ ধারার অর্থে যে হিত তাহা কেবল আর্থিক হিত নহে।

৯৩। **সরল বিশ্বাসে কৃত সংজ্ঞাপন**—সরল বিশ্বাসে কৃত কোনও সংজ্ঞাপন, যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উহা কৃত হয় তাহার কোন অপহানি তাহাতে ঘটিয়াছে বলিয়াই, অপরাধ নহে যদি উহা ঐ ব্যক্তির হিতার্থে কৃত হয়।

দৃষ্টান্ত

ক, একজন শল্য-চিকিৎসক, সরল বিশ্বাসে একজন রোগীকে, তাঁহার এই অভিমত সংজ্ঞাপিত করিলেন যে সে বাঁচিতে পারে না। মানসিক আঘাতের ফলে রোগীটির মৃত্যু হয়। ক কোন অপরাধ সংঘটিত করেন নাই, যদিও তিনি জানিতেন যে ঐ সংজ্ঞাপনের দ্বারা রোগীটির মৃত্যু ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য।

৯৪। **যে কার্য করিতে কোন ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া বাধ্য করা হয়**—হত্যা এবং রাষ্ট্রবিরোধী যে সকল অপরাধ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয়, তদ্ব্যতীত কোন কিছুই অপরাধ নহে যাহা এরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হয় যে ভীতি প্রদর্শনের ফলে উহা করিতে বাধ্য হয়, যে ভীতি প্রদর্শনে ঐ কার্য করিবার সময়, যুক্তিসঙ্গতভাবে এই আশঙ্কা ঘটে যে অন্যথায় পরিণাম হইবে ঐ ব্যক্তির তাৎক্ষণিক মৃত্যু ; তবে, ইহা সেক্ষেত্রে, যেক্ষেত্রে ঐ কার্য যে ব্যক্তি করে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অথবা, তাৎক্ষণিক মৃত্যুর কম, নিজের অপহানি হইবার যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কাবশতঃ, নিজেকে এরূপ পরিস্থিতিতে স্থাপন করে নাই যাহার ফলে তাহাকে ঐ প্রতিবন্ধের অধীন হইয়া পড়িতে হয়।

ব্যাখ্যা ১—যে ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, অথবা প্রহৃত হইবার ভীতি প্রদর্শনের কারণে, কোন ডাকাত-দলে, তাহাদের চরিত্র জানিয়া, যোগদান করে সে তাহার সহযোগীদের দ্বারা যাহা বিধিমতে অপরাধ এরূপ কোন কার্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল, এই হেতুতে এই ব্যতিক্রমের সুবিধা পাইবার অধিকারী হয় না।

ব্যাখ্যা ২—কোন ব্যক্তি এক ডাকাত-দল কর্তৃক অভিগৃহীত হইল এবং তাৎক্ষণিক মৃত্যুর ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা বাধ্য হইল এরূপ কোন কার্য করিতে যাহা বিধিমতে অপরাধ ; উদাহরণস্বরূপ, একজন কর্মকার তাহার যন্ত্রপাতি লইতে এবং কোন গৃহের দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বাধ্য হইল যাহাতে ডাকাতেরা উহাতে প্রবেশ ও লুণ্ঠন করিতে পারে ; সে এই ব্যতিক্রমের সুবিধা পাইবার অধিকারী।

৯৫। **যে কার্য তুচ্ছ অপহানি ঘটায়**—কোন কিছুই এরূপ কারণে অপরাধ নহে যে উহা কোন অপহানি ঘটায় বা উহার দ্বারা কোন অপহানি ঘটানো অভিপ্রেত হয় বা ঘটিত হওয়া সম্ভাব্য বলিয়া জ্ঞাত থাকে, যদি ঐ অপহানি এত তুচ্ছ হয় যে সাধারণ বোধ ও মানসিকতা সম্পন্ন কোন ব্যক্তিই ঐরূপ অপহানি সম্পর্কে নালিশ করিবে না।

ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার বিষয়ে

৯৬। **ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষায় কৃত কার্য**—কোন কিছুই অপরাধ নহে যাহা ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগে কৃত হয়।

৯৭। **শরীর ও সম্পত্তি সম্পর্কে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার**—প্রত্যেক ব্যক্তির, ৯৯ ধারার অন্তর্ভূত বাধানিষেধ সাপেক্ষে, নিম্নোক্ত প্রকার প্রতিরক্ষা করিবার অধিকার আছে ঃ—

প্রথমতঃ—মানব শরীর প্রভাবিত করে এরূপ কোন অপরাধের বিরুদ্ধে নিজের শরীরের এবং অন্য কোনও ব্যক্তির শরীরের প্রতিরক্ষা ;

দ্বিতীয়তঃ—চুরি, দস্যুতা, অনিষ্টকরণ বা আপরাধিক অনধিকার প্রবেশের সংজ্ঞার্থের আওতায় পড়ে অথবা যাহা চুরি, দস্যুতা, অনিষ্টকরণ বা আপরাধিক অনধিকার-প্রবেশ সংঘটিত করিবার একটি প্রচেষ্টা হয়, এরূপ কোন কার্যের বিরুদ্ধে নিজের বা অন্য কোনও ব্যক্তির, স্থাবরই হউক বা অস্থাবরই হউক, সম্পত্তির প্রতিরক্ষা।

৯৮। **কোন অসুস্থমনা ইত্যাদি ব্যক্তির কার্যের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার**—যখন কোন কার্য, যাহা অন্যথা কোন নির্দিষ্ট অপরাধ হইত তাহা যে ব্যক্তি করে তাহার অল্প বয়স, পরিপক্কতার অভাব, মানসিক অসুস্থতা বা মত্ততার কারণে, অথবা ঐ ব্যক্তির কোন ভ্রান্তধারণার কারণে, সেই অপরাধ নহে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিরই ঐ কার্যের বিরুদ্ধে সেই একই ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার থাকে যাহা কার্যটি সেই অপরাধ হইলে তাহার থাকিত।

দৃষ্টান্ত

(ক) য, পাগলামির বশে, ক-কে নিহত করিবার প্রচেষ্টা করে ; য কোন অপরাধের জন্য দোষী নহে। কিন্তু ক-এর সেই একই ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার থাকে যাহা য প্রকৃতিস্থ থাকিলে ক-এর থাকিত।

(খ) ক রাত্রিকালে একটি গৃহে প্রবেশ করে যাহাতে সে বৈধভাবে প্রবেশের অধিকারী। য সরল বিশ্বাসে ক-কে একজন গৃহ-ভেদক মনে করিয়া ক-কে আক্রমণ করে। এস্থলে, য এই ভ্রান্তধারণাবশতঃ ক-কে আক্রমণ করিয়া কোন অপরাধ সংঘটিত করে নাই। কিন্তু য-এর বিরুদ্ধে ক-এর সেই একই ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার থাকে যাহা, য ভ্রান্তধারণাবশতঃ কার্য না করিলে, ক-এর থাকিত।

৯৯। **যেসকল কার্যের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার নাই**—কোন কার্য, যাহা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের আশঙ্কা যুক্তিসঙ্গতভাবে ঘটায় না তাহা, যদি সরল বিশ্বাসে নিজ পদাভাসে কার্যরত কোন লোক কৃত্যকারী কর্তৃক কৃত হয় বা কৃত হইবার জন্য প্রচেষ্টিত হয়, তাহা হইলে, সেই কার্যের বিরুদ্ধে কোনও ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার নাই, যদিও ঐ কার্য বিধিমতে সর্বথা ন্যায়ানুমোদনযোগ্য না হইতে পারে।

কোন কার্য, যাহা মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের আশঙ্কা যুক্তিসঙ্গতভাবে ঘটায় না তাহা, যদি সরল বিশ্বাসে নিজ পদাভাসে কার্যরত কোন লোক কৃত্যকারীর নির্দেশক্রমে কৃত হয় বা কৃত হইবার জন্য প্রচেষ্টিত হয়, তাহা হইলে, সেই কার্যের বিরুদ্ধে কোনও ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার নাই, যদিও ঐ নির্দেশ বিধিমতে সর্বথা ন্যায়ানুমোদনযোগ্য না হইতে পারে।

যেসকল ক্ষেত্রে লোক প্রাধিকারিগণের নিকট হইতে সংরক্ষার সহায়তা লইবার সময় থাকে, সেসকল ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার নাই।

কতদূর পর্যন্ত ঐ অধিকার প্রয়োগ করা যাইতে পারে—ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার কোন ক্ষেত্রেই প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে যতটা অপহানি করা আবশ্যক তদপেক্ষা অধিক অপহানি করায় প্রসারিত হয় না।

ব্যাখ্যা ১—কোন ব্যক্তি, কোন লোক কৃত্যকারী কর্তৃক তদরূপে কৃত বা করিতে প্রচেষ্টিত কোন কার্যের বিরুদ্ধে, ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না, যদি না সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে ঐ কার্য যে ব্যক্তি করে সে ঐরূপ লোক কৃত্যকারী।

ব্যাখ্যা ২—কোন ব্যক্তি, কোন লোক কৃত্যকারীর নির্দেশক্রমে কৃত বা করিতে প্রচেষ্টিত কোন কার্যের বিরুদ্ধে, ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না, যদি না সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে ঐ কার্য যে ব্যক্তি করে সে ঐরূপ নির্দেশক্রমে কার্য করিতেছে, অথবা যদি না ঐরূপ ব্যক্তি, যে প্রাধিকারের অধীনে সে কার্য করে, তাহা ব্যক্ত করে অথবা, তাহার নিকট লিখিত প্রাধিকার থাকিলে, যদি না সে ঐরূপ প্রাধিকার, অভিযাচিত হইলে, উপস্থাপন করে।

১০০। **কখন শরীরের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার মৃত্যু ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয়**—শরীরের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার, অন্তিম পূর্ববর্তী ধারায় উল্লিখিত বাধানিষেধের অধীনে, স্বেচ্ছাকৃতভাবে অভ্যাঘাতকারীর মৃত্যু বা অন্য যেকোন অপহানি ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয় যদি, যে অপরাধের জন্য ঐ অধিকার প্রয়োগের হেতু ঘটিয়াছিল, সেই অপরাধ অতঃপর অত্র প্রগণিত কোনও প্রকারের হয়, যথা ঃ—

প্রথমতঃ—এরূপ কোন অভ্যাঘাত যাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে এরূপ আশংকা ঘটাইতে পারে যে অন্যথা ঐরূপ অভ্যাঘাতের পরিণাম হইবে মৃত্যু ;

দ্বিতীয়তঃ—এরূপ কোন অভ্যাঘাত যাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে এরূপ আশংকা ঘটাইতে পারে যে অন্যথা ঐরূপ অভ্যাঘাতের পরিণাম হইবে গুরুতর আঘাত ;

তৃতীয়তঃ—ধর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে কোন অভ্যাঘাত ;

চতুর্থতঃ—অস্বাভাবিক কামলালসা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে কোন অভ্যাঘাত ;

পঞ্চমতঃ—অপবাহন বা হরণ করিবার অভিপ্রায়ে কোন অভ্যাঘাত ;

ষষ্ঠতঃ—এরূপ অবস্থাধীনে কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে পরিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে কোন অভ্যাঘাত, যে পরিস্থিতিতে যুক্তিসঙ্গতভাবে তাহার আশঙ্কা হয় যে সে তাহার মুক্তির জন্য লোক প্রাধিকারিগণের সহায়তা লাভে অসমর্থ হইবে।

১০১। **কখন ঐরূপ অধিকার মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন অপহানি ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয়**—যদি ঐ অপরাধ অন্তিম পূর্ববর্তী ধারায় প্রগণিত কোনও প্রকারের না হয় তাহা হইলে, শরীরের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার স্বেচ্ছাকৃতভাবে অভ্যাঘাতকারীর মৃত্যু ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয় না কিন্তু ৯৯ ধারায় উল্লিখিত বাধানিষেধের অধীনে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অভ্যাঘাতকারীর মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন অপহানি ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

১০২। **শরীরের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারের প্রারম্ভ ও স্থায়িত্ব**—শরীরের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার তখনই প্রারম্ভ হয় যখনই শরীরের বিপদের কোন যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা অপরাধ সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টা বা ভীতি প্রদর্শন হইতে উদ্ভূত হয়, যদিও সেই অপরাধ নাও সংঘটিত হইয়া থাকিতে পারে ; এবং এই অধিকার ততক্ষণ থাকিয়া যায় যতক্ষণ শরীরের বিপদের ঐরূপ আশঙ্কা থাকিয়া যায়।

১০৩। **কখন সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার মৃত্যু ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয়**—সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার, ৯৯ ধারায় উল্লিখিত বাধানিষেধের অধীনে, স্বেচ্ছাকৃতভাবে অন্যায়কারীর মৃত্যু বা অন্য কোন অপহানি ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয়, যদি সেই অপরাধ, যাহার সংঘটন বা সংঘটনের প্রচেষ্টা ঐ অধিকার প্রয়োগের হেতু হয় তাহা, অতঃপর অত্র প্রগণিত কোনও প্রকারের অপরাধ হয় ; যথা ঃ—

প্রথমতঃ—দস্যুতা ;

দ্বিতীয়তঃ—রাত্রিকালে গৃহ-ভেদ ;

তৃতীয়তঃ—আগুন দ্বারা অনিষ্টকরণ যাহা কোন ভবন, তাঁবু বা জলযানে সংঘটিত হয়, যে ভবন, তাঁবু বা জলযান মনুষ্যের বাসস্থান হিসাবে বা সম্পত্তি অভিরক্ষার কোন স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয় ;

চতুর্থতঃ—চুরি, অনিষ্টকরণ বা গৃহে-অনধিকার প্রবেশ, এরূপ অবস্থাধীনে যেখানে যুক্তিসঙ্গতভাবে এই আশঙ্কা ঘটিতে পারে যে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত হইবে উহার পরিণাম, যদি ঐরূপ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা না হয়।

১০৪। **কখন ঐরূপ অধিকার মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন অপহানি ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয়**—যদি ঐ অপরাধ, যাহা সংঘটন বা সংঘটনের প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগের হেতু হয় তাহা, অন্তিম পূর্ববর্তী ধারায় প্রগণিত কোনও প্রকারের নহে এরূপ চুরি, অনিষ্টকরণ বা আপরাধিক অনধিকার প্রবেশ হয়, তাহা হইলে, সেই অধিকার স্বেচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যু ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয় না কিন্তু, ৯৯ ধারায় উল্লিখিত বাধানিষেধ সাপেক্ষে, স্বেচ্ছাকৃতভাবে অন্যায়কারীর মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন অপহানি ঘটানো পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

১০৫। **সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারের প্রারম্ভ ও স্থায়িত্ব**—সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার তখনই প্রারম্ভ হয় যখনই সম্পত্তির বিপদের কোন যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কার প্রারম্ভ হয়।

চুরির বিরুদ্ধে সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার, অপরাধকারীর সম্পত্তি লইয়া অপসৃত হওয়া পর্যন্ত অথবা হয় লোক প্রাধিকারিগণের সহায়তা লাভ করা বা সম্পত্তির পুনরুদ্ধার হওয়া পর্যন্ত, থাকিয়া যায়।

দস্যুতার বিরুদ্ধে সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার ততক্ষণ থাকিয়া যায় যতক্ষণ অপরাধকারী কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা আঘাত বা অন্যায় অভিরোধ ঘটায় বা ঘটাইতে প্রচেষ্টা করে অথবা যতক্ষণ তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা তাৎক্ষণিক আঘাত অথবা তাৎক্ষণিক ব্যক্তিক অভিরোধের ভীতি থাকিয়া যায়।

আপরাধিক অনধিকার প্রবেশ বা অনিষ্টকরণের বিরুদ্ধে সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার ততক্ষণ থাকিয়া যায় যতক্ষণ ঐ অপরাধকারী ঐরূপ আপরাধিক অনধিকার প্রবেশ বা অনিষ্ট সংঘটন করিয়া চলে।

রাত্রিকালে গৃহ-ভেদের বিরুদ্ধে সম্পত্তির ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার ততক্ষণ থাকিয়া যায় যতক্ষণ ঐরূপ গৃহ-ভেদ দ্বারা যে গৃহে-অনধিকার প্রবেশ আরম্ভ হইয়াছে তাহা চলিতে থাকে।

১০৬। **মারাত্মক অভ্যাঘাতের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার, যখন নির্দোষ ব্যক্তির অপহানির ঝুঁকি থাকে**—যদি, যে অভ্যাঘাত যুক্তিসঙ্গতভাবে মৃত্যুর আশঙ্কা ঘটায় সেই অভ্যাঘাতের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারের প্রয়োগে, প্রতিরক্ষাকারী এরূপ অবস্থায় থাকে যে সে ঐ অধিকার কোন নির্দোষ ব্যক্তির অপহানির ঝুঁকি ব্যতিরেকে সফলরূপে প্রয়োগ করিতে পারে না, তাহা হইলে, তাহার ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার ঐরূপ ঝুঁকি লওয়া পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

দৃষ্টান্ত

ক কোন উচ্ছৃঙ্খল জনতা দ্বারা আক্রান্ত হয় যাহারা তাহাকে হত্যা করিবার প্রচেষ্টা করে। সে তাহার ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার ঐ উচ্ছৃঙ্খল জনতার উপর গুলি না চালাইয়া সফলরূপে প্রয়োগ করিতে পারে না এবং সে যেসকল ছোট-শিশু ঐ উচ্ছৃঙ্খল জনতার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে তাহাদের অপহানির ঝুঁকি ব্যতিরেকে গুলি চালাইতে পারে না। ক কোন অপরাধ সংঘটিত করে না যদি ঐরূপ গুলি চালাইয়া সে ঐ শিশুদের কাহারও অপহানি করে।

অধ্যায় ৫

অপসহায়তা বিষয়ে

১০৭। **কোন কিছুর অপসহায়তা**—কোন ব্যক্তি কোন কিছু করিতে অপসহায়তা করে যে—

প্রথমতঃ—কোন ব্যক্তিকে উহা করিতে উৎপ্রেরিত করে, বা

দ্বিতীয়তঃ—উহা করিবার জন্য অন্য এক বা একাধিক ব্যক্তির সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় যদি কোন কার্য বা অবৈধ অকৃতি ঐ ষড়যন্ত্র অনুসরণক্রমে, এবং উহা করিবার উদ্দেশ্যে ঘটিয়া যায় ;

তৃতীয়তঃ—উহা করিতে, কোন কার্য বা অবৈধ অকৃতি দ্বারা, সাভিপ্রায়ে সাহায্য করে।

ব্যাখ্যা ১—কোন ব্যক্তি যে, ইচ্ছাকৃত মিথ্যা প্রতিরূপণ দ্বারা অথবা যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সে প্রকাশ করিতে বাধ্য তাহার ইচ্ছাকৃত গোপনতা দ্বারা, স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু ঘটিত করে বা সম্পন্ন করাইয়া লয় অথবা ঘটিত করিবার বা সম্পন্ন করাইয়া লইবার প্রচেষ্টা করে সে উহা করিতে উৎপ্রেরিত করে বলা হয়।

দৃষ্টান্ত

ক, কোন লোক আধিকারিক, কোন ন্যায় আদালতের কোন ওয়ারেণ্ট দ্বারা য-কে সংরুদ্ধ করিতে প্রাধিকৃত হইল। খ, ঐ তথ্য জানিয়া এবং ইহাও জানিয়া যে গ য নয়, ক-এর নিকট ইচ্ছাকৃতভাবে গ-কে য বলিয়া প্রতিরূপণ করে এবং তদ্দ্বারা সাভিপ্রায়ে, ক-কে দিয়া গ-কে সংরুদ্ধ করায়। এস্থলে, খ উৎপ্রেরণা দ্বারা গ-এর সংরোধে অপসহায়তা করে।

ব্যাখ্যা ২—যেকেহ, কোন কার্য হয় সংঘটিত হইবার পূর্বে অথবা সংঘটিত হইবার সময়ে, ঐ কার্যের সংঘটন সহজতর করিবার উদ্দেশ্যে কোন কিছু করে, এবং তদ্দ্বারা উহার সংঘটন সহজতর করে, সে ঐ কার্য করিতে সাহায্য করে বলা হয়।

১০৮। **অপসহায়তাকারী**—কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে অপসহায়তা করে, যে হয় কোন অপরাধ সংঘটনে অপসহায়তা করে অথবা এরূপ কোন কার্য সংঘটনে অপসহায়তা করে যাহা কোন অপরাধ হইতে পারিত যদি উহা অপসহায়তাকারীর ন্যায় একই অভিপ্রায় ও জ্ঞান লইয়া কোন অপরাধ সংঘটিত করিতে বিধি অনুসারে সমর্থ কোন ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত হইত।

ব্যাখ্যা ১—কোন কার্যের অবৈধ অকৃতিতে অপসহায়তা অপরাধের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে যদিও অপসহায়তাকারী নিজেই ঐ কার্য করিতে বাধ্য নাও হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ২—অপসহায়তার অপরাধ গঠিত হইবার জন্য ইহা আবশ্যক হইবে না যে অপসহায়তাপ্রদত্ত কার্য সংঘটিত হইতে হইবে বা অপরাধ গঠিত হইবার জন্য আবশ্যক ফলাফল ঘটিত হইতে হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক গ-কে হত্যা করিবার জন্য খ-কে উৎপ্রেরিত করে। খ ঐরূপ করিতে অস্বীকৃত হয়। ক হত্যা সংঘটিত করিতে খ-কে অপসহায়তার জন্য দোষী।

(খ) ক ঘ-কে হত্যা করিবার জন্য খ-কে উৎপ্রেরিত করে। খ ঐ উৎপ্রেরণা অনুসরণক্রমে ঘ-কে ছুরিকাঘাত করে। ঘ ক্ষত হইতে আরোগ্যলাভ করে। ক হত্যা সংঘটিত করিতে খ-কে উৎপ্রেরিত করিবার জন্য দোষী।

ব্যাখ্যা ৩—ইহা আবশ্যক নহে যে অপসহায়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধ সংঘটিত করিতে বিধি অনুসারে সমর্থ হইতে হইবে অথবা তাহার, অপসহায়তাকারীর ন্যায় একই সদোষ অভিপ্রায় বা জ্ঞান, অথবা কোনও সদোষ অভিপ্রায় বা জ্ঞান, থাকিতে হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, কোন সদোষ অভিপ্রায় লইয়া, কোন শিশু বা কোন পাগলকে এরূপ কোন কার্য করিতে অপসহায়তা করে যে কার্য কোন অপরাধ হইত, যদি উহা কোন অপরাধ সংঘটিত করিতে বিধি অনুসারে সমর্থ এবং ক-এর ন্যায় একই অভিপ্রায়সম্পন্ন কোন ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত হইত। এস্থলে ক, কার্যটি সংঘটিত হউক বা না হউক, কোন অপরাধে অপসহায়তার জন্য দোষী।

(খ) ক, য-কে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে, সাত বৎসরের কম বয়সী কোন শিশু খ-কে এরূপ কোন কার্য করিতে উৎপ্রেরিত করে যাহা য-এর মৃত্যু ঘটায়। খ, এই অপসহায়তার পরিণামে ক-এর অনুপস্থিতিতে ঐ কার্য করে এবং তদ্দ্বারা য-এর মৃত্যু ঘটায়। এস্থলে, যদিও খ কোন অপরাধ সংঘটিত করিতে বিধি অনুসারে সমর্থ ছিল না তথাপি, যেন খ কোন অপরাধ সংঘটিত করিতে বিধি অনুসারে সমর্থ ছিল এবং হত্যা সংঘটিত করিয়াছিল এইভাবে ক সেই একই প্রণালীতে দণ্ডের দায়িতাধীন হয় এবং সে সেইজন্য মৃত্যুদণ্ডের অধীন হয়।

(গ) ক কোন বসবাসগৃহে অগ্নিসংযোগ করিতে খ-কে উৎপ্রেরিত করে। খ, তাহার মানসিক অসুস্থতার পরিণামে, ঐ কার্যের প্রকৃতি অথবা সে যাহা করিতেছে তাহা যে অন্যায় বা বিধিবিরুদ্ধ ইহা জানিতে অসমর্থ হওয়ায় ক-এর উৎপ্রেরণার পরিণামে ঐ গৃহে অগ্নিসংযোগ করে। খ কোন অপরাধ সংঘটিত করে নাই, কিন্তু ক বসবাসগৃহে অগ্নিসংযোগ করিতে অপসহায়তার জন্য দোষী, এবং ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডের দায়িতাধীন হয়।

(ঘ) ক, কোন চুরি সংঘটিত করাইবার অভিপ্রায়ে, য-এর সম্পত্তি য-এর দখল হইতে লইবার জন্য খ-কে উৎপ্রেরিত করে। ক, খ-কে ঐ সম্পত্তি ক-এর বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্ররোচিত করে। খ ঐ সম্পত্তি, সরল বিশ্বাসে, উহা ক-এর সম্পত্তিরূপে বিশ্বাস করিয়া, য-এর দখল হইতে লয়। খ এই ভুল ধারণাবশতঃ কার্য করিয়া অসৎভাবে উহা লয় নাই, এবং সেই কারণে চুরি সংঘটিত করে নাই। কিন্তু ক চুরিতে অপসহায়তা করিবার জন্য দোষী হয় এবং যেন খ চুরি সংঘটিত করিয়াছিল এইভাবে সেই একই দণ্ডের দায়িতাধীন হয়।

ব্যাখ্যা ৪—কোন অপরাধের অপসহায়তা অপরাধ হওয়ায়, ঐরূপ কোন অপসহায়তার অপসহায়তাও অপরাধ।

দৃষ্টান্ত

ক য-কে হত্যা করিতে গ-কে উৎপ্রেরিত করিবার জন্য খ-কে উৎপ্রেরিত করে। খ তদনুসারে য-কে হত্যা করিতে গ-কে উৎপ্রেরিত করে এবং গ খ-এর উৎপ্রেরণার পরিণামস্বরূপ ঐ অপরাধ সংঘটিত করে। খ তাহার অপরাধের জন্য হত্যার দায়ে যে দণ্ড তাহাতে দণ্ডিত হইবার দায়িতাধীন হয়; এবং যেহেতু ঐ অপরাধ সংঘটিত করিবার জন্য খ-কে উৎপ্রেরিত করিয়াছিল, সেইহেতু ক-ও সেই একই দণ্ডের দায়িতাধীন হয়।

ব্যাখ্যা ৫—ষড়যন্ত্র দ্বারা অপসহায়তার অপরাধ সংঘটনে ইহা আবশ্যক নহে যে ষড়যন্ত্রকারীকে, যে ব্যক্তি অপরাধটি সংঘটিত করে, সেই ব্যক্তির সহিত একত্রে মিলিয়া উহার পরিকল্পনা করিতে হইবে। ইহাই যথেষ্ট হইবে যদি সে, যে ষড়যন্ত্র অনুসরণক্রমে অপরাধটি সংঘটিত হয়, সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে।

দৃষ্টান্ত

ক য-কে বিষপ্রয়োগ করিবার জন্য খ-এর সহিত একত্রে মিলিয়া পরিকল্পনা করে। এই ঐকমত্য হইল যে ক বিষ প্রয়োগ করিবে। খ তখন পরিকল্পনাটি গ-এর নিকট উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা করে যে কোন তৃতীয় ব্যক্তি বিষ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু ক-এর নাম উল্লেখ করে না। গ ঐ বিষ সংগ্রহ করিতে রাজি হয় এবং উহা সংগ্রহ করিয়া ব্যাখ্যাত প্রণালীতে উহা ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্যে খ-কে অর্পণ করে। ক বিষ প্রয়োগ করে, তাহার পরিণামস্বরূপ য মারা যায়। এস্থলে, যদিও ক ও গ একত্রে ষড়যন্ত্র করে নাই, তথাপি গ সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে যাহার অনুসরণক্রমে য-কে হত্যা করা হইয়াছে। অতএব, গ এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধটি সংঘটিত করিয়াছে এবং হত্যার দায়ে যে দণ্ড তাহার দায়িতাধীন হয়।

১০৮ক। ভারতের বাহিরের অপরাধসমূহে ভারতের মধ্যে অপসহায়তা—কোন ব্যক্তি এই সংহিতার অর্থান্তর্গত কোন অপরাধে অপসহায়তা করে যে, ভারতের মধ্যে সংঘটিত হইলে যে কার্য কোন অপরাধ গঠন করিত, ভারতের বাহিরে ও সীমান্তপারে সেরূপ কোন কার্য সংঘটনে ভারতের মধ্যে অপসহায়তা করে।

দৃষ্টান্ত

ভারতের মধ্যে ক, গোয়ায় একজন বিদেশী খ-কে, গোয়ায় কোন হত্যা সংঘটিত করিতে উৎপ্রেরিত করে। ক হত্যার অপসহায়তা করিবার জন্য দোষী হয়।

১০৯। অপসহায়তার দণ্ড, যদি অপসহায়তাপ্রদত্ত কার্য অপসহায়তার পরিণামস্বরূপ সংঘটিত হয় এবং যে ক্ষেত্রে উহার দণ্ডের জন্য কোন ব্যক্ত বিধান করা না থাকে—যেকেহ কোন অপরাধে অপসহায়তা করে সে যদি অপসহায়তা প্রদত্ত কার্য ঐরূপ অপসহায়তার পরিণামস্বরূপ সংঘটিত হয় এবং ঐরূপ অপসহায়তার দণ্ডের জন্য কোন ব্যক্ত বিধান এই সংহিতার দ্বারা করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা—কোন কার্য বা অপরাধ অপসহায়তার পরিণামস্বরূপ সংঘটিত হইয়াছে বলা হয় যখন তাহা সেই উৎপ্রেরণার পরিণামস্বরূপ বা সেই ষড়যন্ত্র অনুসরণক্রমে বা সেই সাহায্য লইয়া সংঘটিত হয় যাহা ঐ অপসহায়তা গঠিত করে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, কোন লোক কৃত্যকারী খ-কে, খ-এর পদীয় কৃত্যসমূহের প্রয়োগক্রমে ক-কে কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার জন্য পারিতোষিক হিসাবে কোন উৎকোচ প্রস্থাপন করে। খ ঐ উৎকোচ গ্রহণ করে। ক ১৬১ ধারায় পরিভাষিত অপরাধে অপসহায়তা করিয়াছে।

(খ) ক খ-কে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে উৎপ্রেরিত করে। খ ঐ উৎপ্রেরণার পরিণামস্বরূপ ঐ অপরাধ সংঘটিত করে। ক ঐ অপরাধে অপসহায়তা করিবার জন্য দোষী হয় এবং খ-এর ন্যায় একই দণ্ডের দায়িতাধীন হয়।

(গ) ক ও খ য-কে বিষ প্রয়োগ করিবার ষড়যন্ত্র করে। ক, ঐ ষড়যন্ত্র অনুসরণক্রমে, ঐ বিষ সংগ্রহ করে এবং উহা খ-কে অর্পণ করে যাহাতে সে উহা য-কে প্রয়োগ করিতে পারে। খ, ঐ ষড়যন্ত্র অনুসরণক্রমে, য-কে ঐ বিষ, ক-এর অনুপস্থিতিতে, প্রয়োগ করে এবং তদ্দ্বারা য-এর মৃত্যু ঘটায়। এস্থলে খ হত্যার জন্য দোষী হয়। ক ঐ অপরাধে ষড়যন্ত্র দ্বারা অপসহায়তা করিবার জন্য দোষী হয় এবং হত্যার জন্য যে দণ্ড তাহার দায়িতাধীন হয়।

১১০। অপসহায়তার দণ্ড, যদি অপসহায়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপসহায়তাকারীর অভিপ্রায় হইতে ভিন্ন অভিপ্রায়ে কার্য করে—যেকেহ কোন অপরাধ সংঘটনে অপসহায়তা করে সে, অপসহায়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপসহায়তাকারীর অভিপ্রায় বা জ্ঞান হইতে ভিন্ন অভিপ্রায়ে বা জ্ঞানে কার্যটি করিলেও, অপসহায়তাকারীর অভিপ্রায়ে বা জ্ঞানে, এবং অন্য কোন অভিপ্রায় বা জ্ঞান ব্যতিরেকে, কার্যটি সংঘটিত হইয়া থাকিলে যে অপরাধ হইত সেই অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

১১১। অপসহায়তাকারীর দায়িতা, যখন এক কার্য অপসহায়তাপ্রাপ্ত হয় ও ভিন্ন কার্য কৃত হয়—যখন কোন কার্য অপসহায়তাপ্রাপ্ত হয় এবং কোন ভিন্ন কার্য কৃত হয়, তখন অপসহায়তাকারী, যেন সে উহাকে প্রত্যক্ষভাবে অপসহায়তা করিয়াছিল এইভাবে সেই একই প্রণালীতে এবং সেই একই প্রসার পর্যন্ত ঐ কৃত কার্যের জন্য দায়িতাধীন হয়ঃ

অনুবিধি—তবে, কৃত কার্যকে অপসহায়তার সম্ভাব্য পরিণামস্বরূপ হইতে হইবে এবং তাহা সেই উৎপ্রেরণার প্রভাবাধীনে বা সেই সাহায্য লইয়া বা সেই ষড়যন্ত্র অনুসরণক্রমে সংঘটিত হইয়া থাকিতে হইবে যাহা সেই অপসহায়তা গঠিত করিয়াছিল।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক কোন শিশুকে য-এর খাদ্যে বিষ দিবার জন্য উৎপ্রেরিত করে, এবং তদুদ্দেশ্যে তাহাকে বিষ প্রদান করে। শিশুটি ঐ উৎপ্রেরণার পরিণামস্বরূপ ঐ বিষ, য-এর খাদ্যের পার্শ্বেই ম-এর যে খাদ্য রহিয়াছে, সেই খাদ্যে ভুলবশতঃ দেয়। এস্থলে, শিশুটি ক-এর উৎপ্রেরণার প্রভাবাধীনে কার্য করিয়া থাকিলে এবং কৃত কার্যটি ঐ অবস্থাধীনে অপসহায়তার সম্ভাব্য পরিণামস্বরূপ হইয়া থাকিলে ক, যেন সে শিশুটিকে ম-এর খাদ্যে ঐ বিষ দিতে উৎপ্রেরিত করিয়াছিল এইভাবে, সেই একই প্রণালীতে এবং সেই একই প্রসার পর্যন্ত দায়িতাধীন হয়।

(খ) ক খ-কে য-এর গৃহ জ্বালাইয়া দিতে উৎপ্রেরিত করে। খ ঐ গৃহে অগ্নিসংযোগ করে এবং সেই একই সময়ে সেখানে সম্পত্তির চুরি সংঘটিত করে। ক, ঐ গৃহ জ্বালাইয়া দেওয়ায় অপসহায়তার জন্য দোষী হইলেও, ঐ চুরিতে অপসহায়তার জন্য দোষী নহে, কারণ ঐ চুরি একটি স্বতন্ত্র কার্য ছিল এবং ঐ জ্বালাইয়া দেওয়ার সম্ভাব্য পরিণামস্বরূপ ছিল না।

(গ) ক দস্যুতার উদ্দেশ্যে মধ্যরাত্রে কোন বাসিন্দাসমেত বাড়িতে গৃহভেদপূর্বক প্রবেশ করিতে খ ও গ-কে উৎপ্রেরিত করে এবং তদুদ্দেশ্যে তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে। খ ও গ গৃহভেদ করিয়া ঐ বাড়িতে প্রবেশ করে এবং আবাসিকগণের মধ্যে জনৈক আবাসিক য কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় য-কে হত্যা করে। এস্থলে, ঐ হত্যা অপসহায়তার সম্ভাব্য পরিণামস্বরূপ হইলে ক হত্যার জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডের দায়িতাধীন হয়।

১১২। অপসহায়তাকারী কখন অপসহায়তা প্রদত্ত কার্যের জন্য এবং কৃত কার্যের জন্য ক্রমপুঞ্জিত দণ্ডের দায়িতাধীন—যদি সেই কার্য, যাহার জন্য অপসহায়তাকারী অন্তিম পূর্ববর্তী ধারা অনুযায়ী দায়িতাধীন হয় তাহা, অপসহায়তা প্রদত্ত কার্যের অধিকন্তু সংঘটিত হয় এবং একটি স্বতন্ত্র অপরাধ গঠিত করে, তাহা হইলে, অপসহায়তাকারী ঐ প্রত্যেক অপরাধের জন্য দণ্ডের দায়িতাধীন হয়।

দৃষ্টান্ত

ক কোন লোক কৃত্যকারী কর্তৃক কৃত কোন মালক্রোক প্রতিরোধ করিতে খ-কে উৎপ্রেরিত করে। খ, পরিণামস্বরূপ ঐ মালক্রোক প্রতিরোধ করে। প্রতিরোধ করিতে গিয়া খ ঐ মালক্রোক নির্বাহী আধিকারিকের প্রতি স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটায়। যেহেতু খ ঐ মালক্রোক প্রতিরোধ করিবার অপরাধ এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটাইবার অপরাধ, এই উভয়ই সংঘটিত করিয়াছে, অতএব খ এই উভয় অপরাধের জন্য দণ্ডের দায়িতাদধীন হয় এবং যদি ক ইহা জানিত যে খ-এর পক্ষে, ঐ মালক্রোক প্রতিরোধ করিতে গিয়া স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত ঘটানো সম্ভাব্য, তাহা হইলে, ক-ও ঐ প্রত্যেক অপরাধের জন্য দণ্ডের দায়িতাধীন হইবে।

১১৩। অপসহায়তাপ্রদত্ত কার্য দ্বারা ঘটিত, অপসহায়তাকারীর অভিপ্রেত ফল হইতে ভিন্ন, ফলের জন্য অপসহায়তাকারীর দায়িতা—যখন কোন কার্যে অপসহায়তা অপসহায়তাকারীর পক্ষে কোন বিশেষ ফল ঘটাইবার অভিপ্রায়ে প্রদত্ত হয়, এবং ঐ অপসহায়তার পরিণামস্বরূপ যে কার্যের জন্য অপসহায়তাকারী দায়িতাধীন হয়, সেরূপ কোন কার্য অপসহায়তাকারীর অভিপ্রেত ফল হইতে ভিন্ন কোন ফল ঘটায়, তখন অপসহায়তাকারী ঐ ঘটিত ফলের জন্য, যেন সে ঐ ফল ঘটাইবার অভিপ্রায়ই কার্যটিতে অপসহায়তা করিয়াছিল এইভাবে, সেই একই প্রণালীতে ও সেই একই প্রসার পর্যন্ত দায়িতাধীন হয়, যদি অবশ্য তখন সে জানিত যে অপসহায়তাপ্রদত্ত কার্যের পক্ষে ঐ ফল ঘটানো সম্ভাব্য।

দৃষ্টান্ত

ক খ-কে য-এর প্রতি গুরুতর আঘাত ঘটাইতে উৎপ্রেরিত করে। খ, উৎপ্রেরণার পরিণামস্বরূপ, য-এর প্রতি গুরুতর আঘাত ঘটায়। য পরিণামস্বরূপ মারা যায়। এস্থলে, যদি ক জানিত যে অপসহায়তাপ্রদত্ত ঐ গুরুতর আঘাতে মৃত্যু ঘটা সম্ভাব্য ছিল, তাহা হইলে, ক হত্যার জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবার দায়িতাধীন হয়।

১১৪। অপসহায়তাকারী উপস্থিত যখন অপরাধ সংঘটিত হয়—যখনই কোন ব্যক্তি, যে অনুপস্থিত থাকিলে অপসহায়তাকারী হিসাবে দণ্ডিত হইবার দায়িতাধীন হইত সে, অপসহায়তার পরিণামস্বরূপ যে কার্য বা অপরাধের জন্য সে দণ্ডনীয় হইত সেই কার্য বা অপরাধ সংঘটিত হইবার সময় উপস্থিত থাকে, তখন সে সেই কার্য বা অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১১৫। মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে অপসহায়তা—যদি ঐ অপরাধ সংঘটিত না হয়—যে-কেহ মৃত্যুদণ্ডে বা [১][যাবজ্জীবন কারাবাসে] দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনে অপসহায়তা করে, সে, যদি ঐ অপরাধ ঐ অপসহায়তার পরিণামস্বরূপ সংঘটিত না হয় এবং ঐরূপ অপসহায়তার দণ্ডের জন্য এই সংহিতা দ্বারা কোন ব্যক্ত বিধান কৃত না থাকে, তাহা হইলে, সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ;

যে কার্য অপহানি ঘটায় তাহা যদি পরিণামস্বরূপ কৃত হয়—এবং যদি কোন কার্য, যাহার জন্য অপসহায়তাকারী অপসহায়তার পরিণামস্বরূপ দায়িতাধীন হয় এবং যাহা কোন ব্যক্তির প্রতি আঘাত ঘটায়, তাহা কৃত হয়, তাহা হইলে, অপসহায়তাকারী চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসের দায়িতাধীন হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

দৃষ্টান্ত

ক য-কে হত্যা করিতে খ-কে উৎপ্রেরিত করে। ঐ অপরাধ সংঘটিত হয় না। যদি খ য-কে হত্যা করিত, তাহা হইলে, সে মৃত্যুদণ্ডের বা যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ডাধীন হইত। অতএব, সেইজন্য ক সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসের এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হয়, এবং ঐ অপসহায়তার পরিণামস্বরূপ যদি কোন আঘাত য-এর প্রতি ঘটানো হয়, তাহা হইলে, সে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসের এবং জরিমানার দায়িতাধীন হইবে।

১১৬। কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে অপসহায়তা—যদি অপরাধ সংঘটিত না হয়—যে-কেহ কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনে অপসহায়তা করে, সে, যদি ঐ অপরাধ ঐ অপসহায়তার পরিণামস্বরূপ সংঘটিত না হয় এবং ঐরূপ অপসহায়তার দণ্ডের জন্য এই সংহিতা দ্বারা কোন ব্যক্ত বিধান কৃত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত যে-কোন প্রকারের, ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দীর্ঘতম মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে অথবা ঐ অপরাধের জন্য যেরূপ ব্যবস্থিত আছে সেরূপ জরিমানায় অথবা উভয়থা দণ্ডিত হইবে ;

১। ১৯৫৫-র ২৬ আইন, ১১৭ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "যাবজ্জীবন নির্বাসন"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত (১.১.১৯৫৬ হইতে কার্যকারিতাক্রমে)।

যদি অপসহায়তাকারী বা অপসহায়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন লোক কৃত্যকারী হন, যাঁহার কর্তব্য হইল অপরাধ নিবারণ করা—এবং যদি অপসহায়তাকারী বা অপসহায়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন লোক কৃত্যকারী হন, যাহার কর্তব্য হইল ঐরূপ অপরাধের সংঘটন নিবারণ করা, তাহা হইলে, অপসহায়তাকারী ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত যে-কোন প্রকারের, ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধেক পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের, কারাবাসে অথবা ঐ অপরাধের জন্য যেরূপ ব্যবস্থিত আছে সেরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, কোন লোক কৃত্যকারী খ-কে, খ-এর পদীয় কৃত্যসমূহের প্রয়োগক্রমে ক-কে কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার জন্য পারিতোষিক হিসাবে কোন উৎকোচ প্রস্থাপন করে। খ ঐ উৎকোচ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয়। ক এই ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় হয়।

(খ) ক খ-কে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে উৎপ্রেরিত করে। এস্থলে, যদি খ মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়, তথাপি ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে এবং তদনুসারে দণ্ডনীয় হয়।

(গ) জনৈক পুলিশ আধিকারিক ক, যাহার কর্তব্য হইল দস্যুতা নিবারণ করা সে, দস্যুতা সংঘটনে অপসহায়তা করে। এস্থলে, যদি ঐ দস্যুতা সংঘটিত নাও হয়, তথাপি ক দস্যুতার অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধাংশ পর্যন্ত কারাবাসের এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হয়।

(ঘ) জনৈক পুলিশ আধিকারিক ক, যাহার কর্তব্য হইল দস্যুতা নিবারণ করা, তৎকর্তৃক কোন দস্যুতা সংঘটনে খ অপসহায়তা করে। এস্থলে, যদি ঐ দস্যুতা সংঘটিত নাও হয়, তথাপি খ দস্যুতার অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধাংশ পর্যন্ত কারাবাসের এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হয়।

১১৭। **জনসাধারণের দ্বারা বা দশের অধিক ব্যক্তির দ্বারা অপরাধ সংঘটনে অপসহায়তা**—যেকেহ সাধারণভাবে জনসাধারণের দ্বারা বা দশের অধিক যেকোন সংখ্যক বা শ্রেণীর ব্যক্তির দ্বারা কোন অপরাধ সংঘটনে অপসহায়তা করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

ক কোন সার্বজনিক স্থানে একটি প্রাচীরপত্র সংযোজিত করে, যাহাতে দশের অধিক সদস্য আছে এরূপ কোন পন্থকে, একটি বিরোধী পন্থের সদস্যগণ কোন শোভাযাত্রায় ব্যাপৃত থাকা কালে তাহাদের উপর আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে মিলিত হইতে উৎপ্রেরিত করা হইয়াছে। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

১১৮। **মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটিত করিবার অভিসন্ধি গোপন করা**—যেকেহ, মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের সংঘটন সহজতর করিবার অভিপ্রায়ে, বা সে যে তদ্দ্বারা ঐরূপ কোন অপরাধের সংঘটন সহজতর করিবে ইহা সম্ভাব্য জানিয়া,

কোন কার্য বা অবৈধ অকৃতি দ্বারা, ঐরূপ অপরাধ সংঘটিত করিবার কোন অভিসন্ধির অস্তিত্ব স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোপন করে অথবা সেই অভিসন্ধি সম্পর্কে এরূপ প্রতিরূপণ করে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে,

যদি অপরাধ সংঘটিত হয়, যদি অপরাধ সংঘটিত না হয়—সে, যদি ঐ অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে, সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে অথবা যদি ঐ অপরাধ সংঘটিত না হয়, তাহা হইলে, তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে, এবং উভয় ক্ষেত্রেই জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

দৃষ্টান্ত

ক, ইহা জানিয়া যে খ-তে ডাকাতি সংঘটিত হইতে চলিয়াছে, ম্যাজিস্ট্রেটকে মিথ্যা সংবাদ দেয় যে বিপরীত দিকে অবস্থিত একটি স্থান গ-তে একটি ডাকাতি সংঘটিত হইতে চলিয়াছে এবং তদ্দ্বারা ঐ অপরাধ সংঘটন সহজতর করিবার অভিপ্রায়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে বিভ্রান্ত করে। এই অভিসন্ধি অনুসরণক্রমে খ-তে ঐ ডাকাতি সংঘটিত হয়। ক এই ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় হয়।

১১৯। **অপরাধ সংঘটিত করিবার অভিসন্ধি কোন লোক কৃত্যকারী কর্তৃক গোপনকরণ, যাহা নিবারণ করা হইল তাহার কর্তব্য**—যেকেহ, লোক কৃত্যকারী হইয়া কোন অপরাধ যাহা নিবারণ করা হইল ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে তাহার কর্তব্য তাহার সংঘটন সহজতর করিবার অভিপ্রায়ে বা সে যে তদ্দ্বারা ঐরূপ কোন অপরাধের সংঘটন সহজতর করিবে ইহা সম্ভাব্য জানিয়া ;

কোন কার্য বা অবৈধ অকৃতি দ্বারা, ঐরূপ অপরাধ সংঘটিত করিবার কোন অভিসন্ধির অস্তিত্ব স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোপন করে, অথবা সেই অভিসন্ধি সম্পর্কে এরূপ প্রতিরূপণ করে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে ;

যদি অপরাধ সংঘটিত হয়—সে দণ্ডিত হইবে, যদি ঐ অপরাধ সংঘটিত হয় তাহা হইলে, ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত যেকোন প্রকারের কারাবাসে, যাহা ঐরূপ কারাবাসের দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধাংশ পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে, অথবা ঐ অপরাধের জন্য যেরূপ ব্যবস্থিত আছে সেরূপ জরিমানায় অথবা উভয়থা ;

যদি অপরাধ মৃত্যু ইত্যাদি দণ্ডে দণ্ডনীয় হয়—অথবা, যদি ঐ অপরাধ মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে, দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন এক প্রকার কারাবাসে ;

যদি অপরাধ সংঘটিত না হয়—অথবা, যদি ঐ অপরাধ সংঘটিত না হয়, তাহা হইলে, ঐ অপরাধের জন্য যেরূপ ব্যবস্থিত আছে সেরূপ যেকোন প্রকারের কারাবাসে, যাহা ঐরূপ কারাবাসের দীর্ঘতম মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে, অথবা ঐ অপরাধের জন্য যেরূপ ব্যবস্থিত আছে সেরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

জনৈক পুলিশ আধিকারিক, ক, দস্যুতা সংঘটিত করিবার সকল অভিসন্ধির তথ্য যাহা তাহার জ্ঞানগোচর হইবে তাহা প্রদান করিতে বাধ্য হইয়া, এবং খ যে ডাকাতি করিবার অভিসন্ধি করিতেছে ইহা জানিয়া ঐ অপরাধের সংঘটন সহজতর করিবার অভিপ্রায়ে, সেই তথ্য প্রদানে অকৃতি করে। এস্থলে, ক, একটি অবৈধ অকৃতি দ্বারা, খ-এর অভিসন্ধির অস্তিত্ব গোপন করিয়াছে, এবং এই ধারার বিধান অনুসারে দণ্ডের দায়িতাধীন হয়।

১২০। **কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটিত করিবার অভিসন্ধি গোপনকরণ**—যেকেহ কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের সংঘটন সহজতর করিবার অভিপ্রায়ে, বা সে যে তদ্দ্বারা ঐরূপ কোন অপরাধের সংঘটন সহজতর করিবে ইহা সম্ভাব্য জানিয়া,

কোন কার্য বা অবৈধ অকৃতি দ্বারা, ঐরূপ অপরাধ সংঘটিত করিবার কোন অভিসন্ধির অস্তিত্ব স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোপন করে, অথবা সেই অভিসন্ধি সম্পর্কে এরূপ প্রতিরূপণ করে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া জানে ;

যদি অপরাধ সংঘটিত হয়, যদি অপরাধ সংঘটিত না হয়—সে, যদি ঐ অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে, ঐ অপরাধের জন্য যেরূপ ব্যবস্থিত আছে সেরূপ কারাবাসে, যাহা ঐরূপ কারাবাসের দীর্ঘতম মেয়াদের এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত এবং, যদি ঐ অপরাধ সংঘটিত না হয়, তাহা হইলে, এক-অষ্টমাংশ পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে, অথবা ঐ অপরাধের জন্য যেরূপ ব্যবস্থিত আছে সেরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

অধ্যায় ৫ক
আপরাধিক ষড়যন্ত্র

১২০ক। আপরাধিক ষড়যন্ত্রের সংজ্ঞার্থ—যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি—

(১) কোন অবৈধ কার্য, অথবা

(২) অবৈধ নহে এরূপ কোন কার্য অবৈধ উপায়ে, করিতে বা করাইতে একমত হয়, তখন ঐরূপ ঐকমত্য আপরাধিক ষড়যন্ত্র নামে আখ্যাত হয় ;

তবে, কোন অপরাধ সংঘটিত করিবার ঐকমত্য ব্যতীত অন্য ঐকমত্য কোন আপরাধিক ষড়যন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত হইবে না যদি না ঐ ঐকমত্য ছাড়াও কোন কার্য ঐ ঐকমত্য অনুসরণক্রমে উহার এক বা একাধিক পক্ষ কর্তৃক কৃত হয়।

ব্যাখ্যা—ঐ অবৈধ কার্য ঐরূপ ঐকমত্যের চরম উদ্দেশ্য বা ঐ উদ্দেশ্যের আনুষঙ্গিক মাত্র কী না, তাহা অবান্তর।

১২০খ। আপরাধিক ষড়যন্ত্রের দণ্ড—(১) যেকেহ মৃত্যুদণ্ডে, যাবজ্জীবন কারাবাসে অথবা দুই বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটিত করিবার কোন আপরাধিক ষড়যন্ত্রের কোন পক্ষ হয়, সে যেক্ষেত্রে ঐরূপ কোন ষড়যন্ত্রের দণ্ডের জন্য এই সংহিতায় কোন ব্যক্ত বিধান কৃত হয় নাই সেক্ষেত্রে, যেন সে ঐরূপ অপরাধ অপসহায়তা করিয়াছিল এইভাবে সেই একই প্রণালীতে দণ্ডিত হইবে।

(২) যেকেহ পূর্বোক্তরূপে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটিত করিবার কোন আপরাধিক ষড়যন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন আপরাধিক ষড়যন্ত্রের কোন পক্ষ হয়, সে ছয় মাসের অনধিক মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

অধ্যায় ৬
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ বিষয়ে

১২১। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে প্রচেষ্টা করা অথবা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অপসহায়তা করা—যেকেহ ভারতে সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, অথবা ঐরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে প্রচেষ্টা করে, অথবা ঐরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অপসহায়তা করে, সে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

দৃষ্টান্ত

ক ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহে যোগদান করে। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

১২১ক। ১২১ ধারা দ্বারা দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ সংঘটিত করিবার ষড়যন্ত্র—যেকেহ ১২১ ধারা দ্বারা দণ্ডনীয় অপরাধসমূহের কোনটি ভারতের মধ্যে বা বাহিরে সংঘটিত করিবার ষড়যন্ত্র করে অথবা আপরাধিক বলপূর্বক বা আপরাধিক বল প্রদর্শনপূর্বক কেন্দ্রীয় সরকারকে বা কোনও রাজ্য সরকারকে ভয়াবনত করিবার ষড়যন্ত্র করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা—এই ধারার অধীন কোন ষড়যন্ত্র গঠিত হইবার জন্য উহার অনুসরণক্রমে কোন কার্য বা অবৈধ অকৃতি ঘটা আবশ্যক হইবে না।

১২২। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অভিপ্রায়ে অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করা—যেকেহ ভারত সরকারের বিরুদ্ধে হয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অথবা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত হইবার অভিপ্রায়ে লোকজন, অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদ সংগ্রহ করে বা অন্য কোন ভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত হয়, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসরের অনধিক মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

১২৩। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অভিসন্ধি সহজতর করিবার অভিপ্রায়ে গোপনকরণ—যেকেহ, কোন কার্য দ্বারা বা কোন অকৃতি দ্বারা, ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কোন অভিসন্ধির অস্তিত্ব গোপন করে এই অভিপ্রায়ে যে, ঐরূপ গোপনতা দ্বারা, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া সহজতর হইবে, অথবা ইহা জানিয়া যে, সেই গোপনতায় ঐরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া সহজতর হওয়া সম্ভাব্য, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে কোন এক প্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

১২৪। কোন বিধিসম্মত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে বাধ্য করিবার বা প্রয়োগ করা হইতে প্রতিরুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল প্রভৃতিকে অভ্যাঘাত করা—যেকেহ, ভারতের [1][রাষ্ট্রপতিকে] অথবা কোন রাজ্যের রাজ্যপালকে, ঐরূপ রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের যে-কোন বিধিসম্মত ক্ষমতা যে-কোন প্রণালীতে প্রয়োগ করিতে বা প্রয়োগ করা হইতে বিরত থাকিতে, প্ররোচিত করিবার বা বাধ্য করিবার অভিপ্রায়ে,

ঐরূপ রাষ্ট্রপতিকে বা রাজ্যপালকে অভ্যাঘাত করে বা অন্যায়ভাবে প্রতিরুদ্ধ করে, অথবা প্রতিরুদ্ধ করিতে অন্যায়ভাবে প্রচেষ্টা করে, অথবা আপরাধিক বলপূর্বক বা আপরাধিক বল প্রদর্শনপূর্বক ভয়াবনত করে বা ঐরূপে ভয়াবনত করিতে প্রচেষ্টা করে,

সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

১২৪ক। রাষ্ট্রদ্রোহ—যেকেহ কথিত বা লিখিত শব্দ দ্বারা বা সংকেত চিহ্ন দ্বারা বা দৃশ্যমান প্রতিরূপণ দ্বারা বা অন্যথা, ভারতে বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি ঘৃণা বা অবমাননা উদ্রেক করে বা উদ্রেক করিবার প্রচেষ্টা করে অথবা অসন্তোষ জাগাইয়া তোলে বা জাগাইয়া তুলিবার প্রচেষ্টা করে, সে [2][যাবজ্জীবন কারাবাসে,] যাহার সহিত জরিমানাও যুক্ত হইতে পারে, অথবা তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ কারাবাসে, যাহার সহিত জরিমানাও যুক্ত হইতে পারে, অথবা জরিমানায় দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা ১—"অসন্তোষ" কথাটি অনানুগত্য ও বৈরিতার সকল অনুভূতি অন্তর্ভুক্ত করে।

ব্যাখ্যা ২—ঘৃণা, অবমাননা বা অসন্তোষ জাগাইয়া না তুলিয়া অথবা জাগাইয়া তুলিবার প্রচেষ্টা না করিয়া, বিধিসম্মত উপায়ে সরকারের ব্যবস্থাসমূহের পরিবর্তন করাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে, ঐ ব্যবস্থাসমূহের অননুমোদন ব্যক্ত করিয়া কৃত মন্তব্য এই ধারার অধীন কোন অপরাধ গঠিত করে না।

ব্যাখ্যা ৩—ঘৃণা, অবমাননা বা অসন্তোষ জাগাইয়া না তুলিয়া, সরকারের প্রশাসনিক বা অন্যবিধ কার্যের অননুমোদন ব্যক্ত করিয়া কৃত কোন মন্তব্য এই ধারার অধীন কোন অপরাধ গঠিত করে না।

১। অভিযোজন আদেশ, ১৯৫০ দ্বারা, " গভর্নর জেনারেল"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

২। ১৯৫৫-র ২৬ আইন, ১১৭ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "যাবজ্জীবন নির্বাসন বা স্বল্পতর কোন মেয়াদের" স্থলে প্রতিস্থাপিত (১.১.১৯৫৬ হইতে কার্যকারিতাক্রমে)।

১২৫। **ভারত সরকারের সহিত মৈত্রীবদ্ধ কোন এশীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া**—যেকেহ ভারত সরকারের সহিত মৈত্রীবদ্ধ বা শান্তি-স্থিত কোন এশীয় শক্তির সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় বা ঐরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে প্রচেষ্টা করে অথবা ঐরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অপসহায়তা করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে, যাহার সহিত জরিমানা যুক্ত হইতে পারে, অথবা সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে, যাহার সহিত জরিমানা যুক্ত হইতে পারে, অথবা জরিমানায় দণ্ডিত হইবে।

১২৬। **ভারত সরকারের সহিত শান্তি-স্থিত শক্তির রাজ্যক্ষেত্রে লুটপাট সংঘটিত করা**—যেকেহ ভারত সরকারের সহিত মৈত্রীবদ্ধ বা শান্তি-স্থিত কোন শক্তির রাজ্যক্ষেত্রে লুটপাট সংঘটিত করে বা লুটপাট সংঘটিত করিতে প্রস্তুত হয়, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন এক প্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানার ও ঐরূপ লুটপাট সংঘটিত করিতে ব্যবহৃত বা ব্যবহারার্থ অভিপ্রেত, বা ঐরূপ লুটপাট দ্বারা অর্জিত, যেকোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্তিরও দায়িতাধীন হইবে।

১২৭। **১২৫ ও ১২৬ ধারায় উল্লেখিত যুদ্ধ বা লুটপাট দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি গ্রহণ করা**—যেকেহ কোন সম্পত্তি ১২৫ ও ১২৬ ধারায় উল্লেখিত কোন অপরাধ সংঘটনক্রমে লওয়া হইয়া জানিয়াও ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানার ও ঐরূপে গৃহীত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তিরও দায়িতাধীন হইবে।

১২৮। **লোক কৃত্যকারীর স্বেচ্ছাকৃতভাবে রাষ্ট্রবন্দীকে বা যুদ্ধবন্দীকে পলায়ন করিতে দেওয়া**—যেকেহ কোন লোক কৃত্যকারী হইয়া এবং কোন রাষ্ট্রবন্দীর বা যুদ্ধবন্দীর অভিরক্ষা পাইয়া ঐরূপ কোন বন্দীকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে, এরূপ বন্দী যেস্থানে পরিরুদ্ধ রহিয়াছে সেই স্থান হইতে, পলায়ন করিতে দেয়, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

১২৯। **লোক কৃত্যকারী কর্তৃক ঐরূপ বন্দীর পলায়ন অবহেলাবশতঃ অবসহন**—যেকেহ কোন লোক কৃত্যকারী হইয়া এবং কোন রাষ্ট্রবন্দীর বা যুদ্ধবন্দীর অভিরক্ষা পাইয়া ঐরূপ বন্দী যে পরিরোধ স্থানে পরিরুদ্ধ রহিয়াছে সেই স্থান হইতে ঐ বন্দীর পলায়ন অবহেলাবশতঃ অবসহন করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

১৩০। **ঐরূপ বন্দীকে পলায়নে, উদ্ধারণে বা আশ্রয়দানে সাহায্য করা**—যেকেহ জ্ঞানতঃ কোন রাষ্ট্রবন্দীকে বা যুদ্ধবন্দীকে বিধিসম্মত অভিরক্ষা হইতে পলায়নে সাহয্য করে বা সহায়তা করে অথবা এরূপ বন্দীকে উদ্ধার করে বা উদ্ধার করিবার প্রচেষ্টা করে অথবা ঐরূপ যে বন্দী বিধিসম্মত অভিরক্ষা হইতে পলায়ন করিয়াছে তাহাকে আশ্রয় য়ে বা লুকাইয়া রাখে অথবা ঐরূপ বন্দীকে পুনর্ধৃতকরণে প্রতিরোধ প্রদান করে বা প্রতিরোধ প্রদান করিবার প্রচেষ্টা করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা—যে রাষ্ট্রবন্দী বা যুদ্ধবন্দী তাহার বচনের ভিত্তিতে ভারতের ভিতরে নির্দিষ্ট পরিসীমার মধ্যে অবাধ বিচরণের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়, সে বিধিসম্মত অভিরক্ষা হইতে পলায়ন করে বলা হয় যদি সে, যে পরিসীমার মধ্যে তাহাকে অবাধ বিচরণের অনুমতি দেওয়া হয়, সেই পরিসীমার বাহিরে যায়।